NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ অভিষেকের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ

স্বস্তির বৃষ্টিতে ফের ভিজল কলকাতা, কমল তাপমাত্রা ৩

কলকাতা ২৯ মে ২০২৬ ১৪ জৈষ্ঠ ১৪৩৩ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৩৪৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.05.2026, Vol.19, Issue No. 346, 8 Pages, Price 3.00

বিএসএফকে ১৪২.৮ একর

জেলাভিত্তিক খতিয়ান শুভেন্দুর

> সীমান্ত সুরক্ষায় আরও নিবিড় পদক্ষেপ গ্রহণ করল বর্তমান রাজ্য সরকার। প্রাথমিক পর্বের পর আবারও বিএসএফ-কে নতুন পর্যায়ে জমি হস্তান্তর করায় মোট হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াল ১৪২.৭৯ একর।
> — শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষমতায় এসেই সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-কে জমি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিএসএফ-কে মোট ১৪২.৭৯ একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে বলে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন তিনি। ওই জমিতে দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ এবং বিএসএফের নতুন সীমান্ত চৌকি তৈরি করা হবে। কোন জেলায় ঠিক কত পরিমাণ জমি দেওয়া হয়েছে, বুধবার রাতে তা-ও নিজের ফেসবুক হ্যান্ডলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সবচেয়ে বেশি জমি দেওয়া হচ্ছে মুর্শিদাবাদেই।

রাজ্যে পালাবদলের পরই শুভেন্দু জানিয়েছিলেন ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের কাজ করতে হবে, ভূমি ও রাজস্ব সচিব এবং মুখ্যসচিবকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ বার বিএসএফ-কে কতটা জমি দেওয়া হয়েছে, তাও এই পোস্টে তুলে ধরেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া জেলাভিত্তিক খতিয়ান অনুযায়ী, রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ, সর্বত্রই এই জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলেছে। যার মধ্যে মুর্শিদাবাদে সর্বোচ্চ ৩৮.৮০৫ একর এবং জলপাইগুড়িতে ৩৫.১৬৫ একর জমি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও কোচবিহারে ২২.৯৫ একর, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২০.১৭০১ একর, মালদহে ১০.৯০ একর, দার্জিলিংয়ে ৮.৮১৫ একর, উত্তর দিনাজপুরে ২.৮৪ একর, উত্তর ২৪ পরগনায় ২.৬ একর এবং নদিয়ায় ০.৫৫ একর জমি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

শাহের প্রশংসা

■ **পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র পরিকাঠামো গড়ার উদ্দেশ্যে জমি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারীর এই পদক্ষেপের প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার গান্ধিনগরে এক সভায় শাহ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় থাকার সময় প্রতি দিন সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটত। আমাদের সরকার আসার পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছেন। বিএসএফ-কে জমি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।'**

সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু লিখেছেন, 'সীমান্ত সুরক্ষায় আরও নিবিড় পদক্ষেপ গ্রহণ করল বর্তমান রাজ্য সরকার।' তার পরেই তিনি লিখেছেন, 'প্রাথমিক পর্বের পর আবারও বিএসএফ-কে নতুন পর্যায়ে জমি হস্তান্তর করায় মোট হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াল ১৪২.৭৯ একর।

ইস্কনে গো-সেবার মাঝে বাছুরকে জড়িয়ে আদর করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মায়াপুর ইস্কনে গো-সেবা মুখ্যমন্ত্রীর

নিলয় ভট্টাচার্য ■ নদিয়া

মঙ্গলবারের পর বৃহস্পতিবার ফের নদিয়া জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দু'দিন আগেই নদিয়ার কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন তিনি। এ বার তিনি গেলেন মায়াপুর ইস্কনে। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে এই প্রথম বার মায়াপুর ইস্কনে গেলেন শুভেন্দু।

ইস্কন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে বৃহস্পতিবার সকালে মায়াপুরে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। হাওড়ার ডুমুরজলা থেকে হেলিকপ্টারে করে তিনি রওনা দেন মায়াপুরের উদ্দেশে। সকাল ১১টা নাগাদ তাঁর হেলিকপ্টার নামে মায়াপুরের হেলিপ্যাডে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তাঁর ইস্কনের মন্দিরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। সেই মতো বৃহস্পতিবার মায়াপুরে পৌঁছে তিনি প্রথমেই চলে যান ইস্কনের গোশালায়। সেখানে সাধুসন্তদের উপস্থিতিতে গোমাতার বিশেষ পুজোয় বসেন তিনি। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জল দিয়ে গোমাতার পা ধুইয়ে দেন এবং নিজ হাতে খাবারও খাওয়ান। গায়ে জড়িয়ে দেন নতুন বস্ত্র। যজ্ঞাহুতি দেন নিজেই। এছাড়াও রাধামাধব দর্শন ও বিশেষ প্রার্থনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন মায়াপুরে গোশালায় বিশেষ পূজাপাঠ এবং গোমাতা সেবা করার পর চন্দ্রোদয় মন্দিরে উপস্থিত হয়ে তিনি শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম নিবেদন করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে গিয়ে আশীর্বাদ নিচ্ছেন। এর আগে তিনি কালীঘাট মন্দিরে মায়ের দর্শন করেছেন, বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ দেবের চরণে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণ ও জৈন মন্দিরেও গিয়েছেন। তারই অংশ হিসেবে আজ তিনি ইস্কন মায়াপুরে এসে পৌঁছন। তিনি জানান, 'আমি একজন সনাতনী এবং ইস্কনের পরম ভক্ত।'

মায়াপুরের সঙ্গে তাঁর গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,আমি এখানে হৃদয়ের টানে এসেছি। আমি একজন সনাতনী এবং ইস্কনের পরম ভক্ত। শ্রীলা প্রভুপাদই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি গোটা

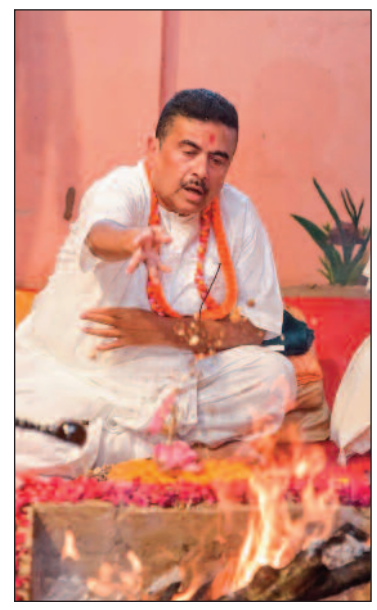

পৃথিবীতে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র এবং জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ইস্কন যেভাবে নিঃস্বার্থভাবে গীতার বাণী প্রচার ও প্রসার করে চলেছে, তা সত্যিই অতুলনীয়।' মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, ব্যক্তিগতভাবে মায়াপুরের সঙ্গে তাঁর বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। বছরের তিনবার-দোলপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী এবং রথযাত্রার সময় তিনি রাধামাধবের অভিষেক করে থাকেন। এছাড়াও, ভক্তিচারু মহারাজের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত সুমধুর সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, মহারাজ যখনই মেদিনীপুরে যেতেন, তাঁকে ডেকে পাঠাতেন এবং তাঁরা একসাথে প্রসাদ গ্রহণ করতেন। রাজ্যের কল্যাণে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকারও করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ফিরিয়ে আনা এবং মানুষের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে তিনি বলেন, গীতার বাণীকে পাথেয় করে আগামী দিনে তাঁরা রাজ্যবাসীর স্বার্থে ও মায়াপুর ইস্কনের সাথে আরও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করতে চান। পরিশেষে, মন্দিরের মহারাজ ও সনাতনীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে এবং রাজ্যের সার্বিক শান্তির কামনা করে তিনি তাঁর মায়াপুর সফর সম্পন্ন করেন।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ মে: রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠনের পর চলতি বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান বসবে কলকাতার রেড রোডে। ২১ জুনের এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রক আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা করে।

মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোয় 'যোগ মহোৎসব ২০২৬'-এর মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব জানান, এ বারের মূল আয়োজনের জন্য কলকাতাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, রেড রোড ও সংলগ্ন এলাকায় লাখো মানুষের উপস্থিতির সম্ভাবনা থাকায় নিরাপত্তা ও যান চলাচল নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে।

এবারের যোগ দিবসের মূল সুর 'সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ'। বয়স বাড়ার সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে যোগচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরতেই মন্ত্রক সূত্রে এই বিষয়কেই বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানান হয়েছে। কলকাতার মূল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দেশজুড়ে স্কুল, কলেজ, সরকারি দপ্তর ও সামাজিক সংগঠনকে নিয়ে আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত হবে নানা কর্মসূচি।

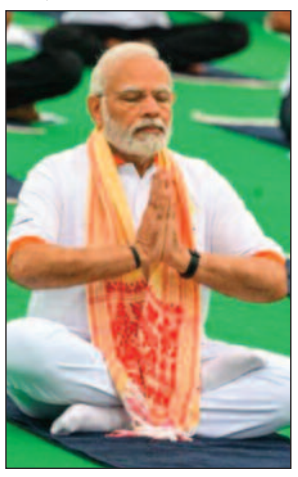

ব্রিগেডে ইদের নমাজ। *ছবি: অদিতি সাহা*

ইদের ব্রিগেডে উড়ল জাতীয় পতাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার গোটা দেশ-সহ রাজ্যে পালিত হল বকরি ইদ। আর এদিন কলকাতার সকালটা ছিল একদমই অন্য রকম। কয়েক দশকের সেই রেড রোড বন্ধ করে যে নমাজের দৃশ্য শহরের অভ্যাস হয়ে উঠেছিল, সেই চেনা দৃশ্য এদিন ছিল না। বরং সেই জায়গায় এ বার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড-এ নিশ্চিন্তে পালিত হল ইদের নমাজ আদায় পর্ব। এখানেই শেষ নয়, বৃহস্পতিবার কল্লোলিনী কলকাতা দেখল এক নজিরবিহীন দৃশ্য। এদিন তথাকথিত ধর্মীয় নিশানের স্থানে ব্রিগেডের মাঠের মাথায় উড়তে দেখা যায় জাতীয় পতাকা। আর সেই ছবিটাই বদলে যাওয়া রাজনীতির সবচেয়ে জোরালো ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

এই দিন ভোরের আলো ফোটার আগেই ব্রিগেড চত্বরে জমতে শুরু করেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। ইদের নমাজকে কেন্দ্র করে ব্রিগেড চত্বরের চারদিকে রাখা হয়েছিল কড়া পাহারা, আকাশ পথেও চলেছে ড্রোন ক্যামেরার নজরদারি। পাশাপাশি মাঠের বিভিন্ন অংশে উঁচু মঞ্চ থেকেও চলেছে পুলিশের নজরদারি। এত আঁটোসাটো নিরাপত্তার মধ্যেও কোথাও উৎসবের আমেজে কোনও খামতি ছিল না। ঘড়ির কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়েই শুরু হয় ধর্মীয় রীতি মেনে নমাজের আচার। নমাজে অংশ নেওয়া নমাজীদের বক্তব্য, রেড রোড থেকে ব্রিগেডের মাঠে হলেও ইবাদতের টান এতটুকু কমেনি।

রাজ্যে নির্বাচিত নতুন সরকারের প্রশাসনের অবস্থান স্পষ্ট, রাজ্যে সমস্ত ধর্মীয় আচার অবশ্যই সম্মানের সঙ্গে চলবে, তবে তার জন্য নগরজীবন থেমে থাকবে না। সেই কারণেই রেড রোড থেকে এবারে ব্রিগেডের ময়দানে চলেছে আসা। যাতে উৎসবকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার বাঁধন-সহ ধর্মীয় আচারের সম্মান যাতে শক্তভাবে বজায় থাকে, পাশাপাশি শহরে যান চলাচলে কোনও বিঘ্ন না তৈরি হয়, এই দুয়ের ভারসাম্য বজায় রাখাই এই নতুন রাজ্য সরকারের বার্তা। একদিকে নিজ ধর্ম পালনের অধিকার থাকবে, তবে তা জনজীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে বিঘ্নিত করবে না। তাই ইদের দিনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছবি হয়তো নমাজের সারি নয়, ব্রিগেডের মাথায় উড়তে থাকা তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা। যা স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে বদলাচ্ছে কল্লোলিনী কলকাতা, আর এই বদলের ছাপ বুকে নিয়ে ইতিহাস গড়ল এবারের ইদের ময়দানও।

নারীবিদ্বেষী কল্যাণ, ওমকে পত্র কাকলির

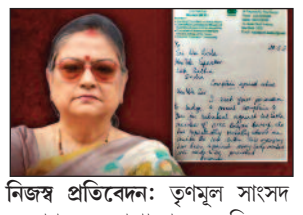

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মৌখিক হেনস্থার অভিযোগ তুলে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিলেন দলেরই আর এক সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। ওই চিঠিতে কল্যাণের বিরুদ্ধে মৌখিক হেনস্থার অভিযোগ দায়ের করার জন্য স্পিকারের অনুমতি চেয়েছেন কাকলি।

বারাসাতের তৃণমূল সাংসদ কাকলির অভিযোগ, কল্যাণ লোকসভার ভিতরে তাঁকে বার বার মৌখিক হেনস্থা করেছেন। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে নারীবিদ্বেষের অভিযোগও তুলেছেন কাকলি। চিঠিতে তাঁর দাবি, লোকসভার মহিলা সদস্যদের প্রতি কল্যাণের নারীবিদ্বেষী মনোভাব রয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে কল্যাণের শাস্তি পাওয়া উচিত বলে মনে করেন কাকলি।

গত রবিবার বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন কাকলি। তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের উদ্দেশে তিনি লেখেন, 'যে পদে থাকাকালীন মহিলা সাংসদের উপর অন্য এক জন অশিক্ষিত, অভদ্র দলীয় সাংসদের অশালীন আচরণ বন্ধ করা যায় না বা ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের সহযোগিতা সহানুভূতি পাওয়া যায় না, সে পদে থাকার মানে হয় না।' কারও নাম না-করলেও তৃণমূলের অনেকেই মনে করেন কাকলির নিশানায় ছিলেন কল্যাণই।

এদিন কাকলির অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে কল্যাণ বলেন, '২০১১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত আমি সংসদীয় দলের মুখ্যসচেতক পদে ছিলাম। মাঝখানে কয়েক মাসওই দায়িত্বে ছিলাম না। ওঁর আবার কিসের এত কথা? নারদে তো আমি পাঁচ লক্ষ টাকা নিইনি। উনি নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সিন্ডিকেট শব্দের জন্মদাত্রী কে? সকলে জানেন। সেই সিন্ডিকেটের জন্মস্থান রাজারহাট।'

উল্লেখ্য, কল্যাণীতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে যোগদান করার জন্য কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় প্রকাশ্যেই কাকলিকে 'প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির রানি' বলে আক্রমণ করেন, একইসাথে টেনে আনেন নারদা প্রসঙ্গ। রাজনৈতিক মহলের অভিমত সেই আক্রমণের পালটা জবাব দিতেই সংসদের অধ্যক্ষকে কাকলির এই চিঠি। ওই চিঠিতে কাকলি স্পষ্ট লিখেছেন, তিনি কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার অনুমতি চান, যাতে কল্যাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

রাজনৈতিক মহলের মতে তৃণমূলের ভিতরে কাকলি-কল্যাণ দ্বন্দ্ব আজকের নতুন কিছু নয়, যদিও এবার ব্যবহৃত ভাষার আক্রমণের ধার আর অভিযোগের আঙ্গিক দুই-ই চোখে পড়ার মতো। দলের এক মহিলা সাংসদ নিজের দলেরই অন্য পুরুষ সাংসদের বিরুদ্ধে নারীঘৃণার অভিযোগ এনে সংসদের অধ্যক্ষর কাছে শাস্তির দাবি করছেন, এই ঘটনা দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নজিরবিহীন ঘটনা।

এবার ইস্তফা শান্তনুর, বেসুরো আরজি করে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে দলের মুখপাত্রের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন চিকিৎসক নেতা শান্তনু সেন। জানালেন, মানুষের রায় মেনে নিয়েই এই পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন। আরজি করে কর্তব্যরত চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর হাসপাতালের দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন এই শান্তনু। সেই সময় তাঁকে দলবিরোধী মন্তব্যের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল। মুখপাত্রের পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে পদ আবার তিনি ফিরে পেয়েছিলেন। তৃণমূল ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর সেই পদ আবার ছাড়লেন শান্তনু। ইস্তফা দিতে চেয়ে দলনেত্রীকে তিনি চিঠি পাঠিয়েছেন। তবে তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করা হয়েছে কি না, এখনও স্পষ্ট নয়।

গত কয়েক দিন ধরেই

বিরোধী বৈঠক

■ **নিজস্ব প্রতিবেদন বিধানসভা ভোটে ক্ষমতা হারিয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হয়েছে তৃণমূল। বিধায়কের সংখ্যা ৮০ হলেও এখনও বিধানসভায় বিরোধী দলের মর্যাদা পায়নি তারা, এমনটাই অভিযোগ। সেই আবহে বেশ কিছু বিধায়কের গতিবিধিও সন্দেহজনক ঠেকেছে তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্বের। ফলস্বরূপ আগামী রবিবার বিকেলে তৃণমূল পরিষদীয় দলের বৈঠক ডেকেছেন বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।**

তৃণমূলে মুষলপর্ব

'বেসুরো' শান্তনু। কিছু দিন আগে রাজ্যে নতুন ক্ষমতায় আসা বিজেপি সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন তিনি। তৃণমূলকে তা অস্বস্তিতে ফেলেছিল। এর পর বুধবার শান্তনু মুখ খোলেন আরজি করের ঘটনা নিয়ে। জানান, শুভেন্দুর সরকারকে ওই ঘটনার তদন্তে যে কোনও সহযোগিতা করতে তিনি প্রস্তুত। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্রের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে মমতাকে চিঠি পাঠালেন সেই শান্তনু।

শান্তনু বলেন, 'অনেক অনৈতিক কাজকে দলের মুখপাত্র হিসাবে সমর্থন করতে হয়েছিল। মন সায় না দিলেও সে সব করতে হচ্ছিল। বিধানসভা ভোটের ফল থেকেই পরিষ্কার, আরজি করের ঘটনা কিংবা চাকরি চুরি মানুষ মেনে নেয়নি। মানুষের সেই রায় মাথা পেতে নেওয়া উচিত। তাই আমি পদ ছাড়লাম।' মমতাকে দেওয়া চিঠিতে শান্তনু লিখেছেন, 'তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে এক জন অনুগত সৈনিক হিসাবে কাজ করে গিয়েছি। দল আমাকে যখন যে ভাবে কাজে লাগিয়েছে, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করেছি। আমাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।'

আজ নবান্নে অনুষ্ঠিত হবে ‘প্রিন্সিপাল সেন্সাস অফিসার্স’ কনফারেন্স

উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে সরকার বদলের পর এবার জোরকদমে শুরু হতে চলেছে জনগণনার কাজ। কেন্দ্রের নির্দেশিকা কার্যকর করে পশ্চিমবঙ্গে জনগণনা প্রক্রিয়া শুরু করতে সক্রিয় হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। শুধু প্রশাসনিক স্তরেই নয়, এই কর্মসূচিকে ঘিরে বড়সড় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে নবান্নেও। আজ শুক্রবার নবান্ন সভাঘরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘প্রিন্সিপাল সেন্সাস অফিসার্স’ কনফারেন্স। ওই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে।

নবান্ন সূত্রে খবর, জনগণনা প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে জেলা প্রশাসন, পুরসভা এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। বাড়ি তালিকাকরণ, প্রশাসনিক সীমানা হালনাগাদ, তথ্য সংগ্রহের জন্য কর্মী প্রস্তুতি এবং ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হতে পারে বলেই প্রশাসনিক মহলের ইঙ্গিত।

ইতিমধ্যেই সেন্সাস অফিসার নিয়োগের প্রক্রিয়াও শুরু করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের সেনসাস সেলের তরফে প্রকাশিত দুই পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে জেলা থেকে পুরসভা স্তর পর্যন্ত একাধিক আধিকারিককে জনগণনার কাজে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ডিভিশনাল কমিশনারদের ডিভিশনাল সেনসাস অফিসার, জেলাশাসকদের প্রিন্সিপাল সেনসাস অফিসার এবং বিডিওদের চার্জ সেনসাস অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমাশাসক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদেরও জনগণনার কাজে যুক্ত করা হয়েছে।

অন্য একটি বিজ্ঞপ্তিতে পুরসভা ও পুরনিগম স্তরেও সেনসাস অফিসার নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে। সেখানে পুর কমিশনার, এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং বরো অফিসারদের বিভিন্ন স্তরে জনগণনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার জনগণনা প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ ও দ্রুত ডেটা আপলোডের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। সেই কারণেই আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো তৈরির কাজ সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই অভিযোগ করেছেন, রাজনৈতিক কারণেই পূর্বতন তৃণমূল সরকার জনগণনা প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন আটকে রেখেছিল। তাঁর দাবি, এর ফলে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর হওয়ার পথও বিলম্বিত হয়েছে। নতুন সরকার কেন্দ্রের নীতি ও প্রশাসনিক কর্মসূচির সঙ্গে দ্রুত সমন্বয় করেই কাজ এগিয়ে নিতে চাইছে বলে প্রশাসনিক মহলের মত। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, সীমান্ত সুরক্ষা, আয়ুষ্মান ভারত এবং ১০০ দিনের কাজের মতো বিষয়ের পর এবার জনগণনাকেও কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের অন্যতম বড় প্রশাসনিক কর্মসূচি হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে নতুন বিজেপি সরকার।

তবে বিজ্ঞপ্তিতে কড়া বার্তাও দিয়েছে রাজ্য। সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, জনগণনার কাজে বাধা দিলে বা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করলে সেনসাস অ্যাক্ট, ১৯৪৮ অনুযায়ী জরিমানা ও কারাবাস; দু’ধরনের শাস্তিই হতে পারে।

১২ পাতার ফর্মে অন্নপূর্ণা প্রকল্পের স্বচ্ছতা বজায় রাখার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে মান্যতা দিয়েই রাজ্যের নবনির্বাচিত রাজ্য সরকার বুধবার অনুষ্ঠানিকভাবে চালু করল ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’ প্রকল্প। এই সামাজিক প্রকল্পে ২৫-৬০ বছর অবধি মহিলাদের মাসিক তিনহাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই মতোই তিন হাজার টাকা প্রতিমাসে ডিরেক্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হওয়ার ক্ষেত্রে সরকার চাইছে যোগ্য মহিলাদের হাতেই এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে। সেই উদ্দেশ্যকে কষ্টীপাথরে যাচাই করার জন্য আবেদনকারীকে তার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ১২ পাতার ফর্ম দ্বারা নথিভুক্ত করাতে হবে। প্রকল্প চালুর কথা ঘোষণা করে বুধবার নবান্নে বসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম প্রকাশ করেছেন। আপাতত অনলাইনে মিলছে খসড়া আবেদনপত্র। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকার জন্য আবেদনকারী মহিলাদের ৯০ দিনের মধ্যে এই ফর্ম জমা দিতে হবে। টাকা সরাসরি ঢুকবে ব্যাংকের খাতায়, এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই।

ফর্মের ভিতরে রয়েছে আবেদনকারীর পরিবারের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়। আবেদনকারীর পরিবারে কতজন সদস্য, প্রত্যেকের পড়াশোনা কতদূর, কে কী কাজ করেন, কেউ পেনশন পান কি না, কেউ আয়কর দেন কি না; সবকিছুই ওই ফর্মের মাধ্যমে লিখে সরকারকে দিতে হবে। আয়কর জমা দেওয়া মহিলা আবেদন করতে পারবেন না। রাজ্য সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য যে ভাবে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’কে পূর্ববর্তী সরকার ভোট রাজনীতির রাজনৈতিক হাতিয়ার করার কাজে ব্যবহার করেছিল, বর্তমান সরকার আয়করদাতাদের করের টাকা শুধুমাত্র যোগ্য মনে প্রান্তিক মহিলাদের কাছেই পৌঁছে দিতে চায়।

এই ফর্ম পূরণে যে সকল নথির উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে পরিবারের প্রত্যেকের আধার নম্বর লাগবে, তবে পাঁচ বছরের নিচের শিশুর ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ভোটার কার্ডের নম্বর, প্যান নম্বর, রেশন কার্ডের তথ্য দিতে হবে। বাড়ির প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ব্যাংক হিসাবের খুঁটিনাটি লিখতে হবে। পাশাপাশি আবেদনকারীর পরিবারের গাড়ি, বাইক বা অন্য যানবাহনের তথ্যও ফর্মে উল্লেখ করতে হবে। কারও স্বাস্থ্য বিমা থাকলে তার উল্লেখ, ছোটদের টিকার রেকর্ড, তারা সরকারি না বেসরকারি স্কুলে পড়ে তাও জানাতে হবে। পারিবারিক আয়ের অঙ্ক ফর্মে উল্লেখ করতে হবে।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, যাঁরা ইতিমধ্যেই সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্বের আবেদন করেছেন এই যোজনায় তারাও সুযোগ পাবেন। ফর্মে সেই তথ্য উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি কিষান ক্রেডিট কার্ড, শিল্পী ক্রেডিট কার্ড, মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড বা শিক্ষার্থী ক্রেডিট কার্ডের মতো কোনো সরকারি সুবিধা পরিবার পায় কি না, ব্যাংক হিসাবে সরাসরি কোনো আর্থিক সহায়তা ঢোকে কি না, সেই সব তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, ফর্ম অনলাইন ও অফলাইন দুইভাবেই পূরণ করা যাবে। যারা নিজে এই ফর্ম পূরণ করতে পারবেন না, তাদের সাহায্যের জন্য সরকারি কর্মী ও এলাকার বিধায়করা বাড়ি গিয়ে সাহায্য করবেন। রাজ্যে এই প্রকল্পের ফর্ম পূরণের সময়সীমা ১ জুন থেকে তিন মাস ধার্য করা হয়েছে। রাজ্যবাসীর কাছে সরকারের বার্তা খুবই স্পষ্ট, স্বচ্ছতার সঙ্গে যোগ্য ও প্রান্তিক আবেদনকারীর হাতেই করদাতার অর্থ তুলে দিতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার।

সেপ্টেম্বর মাস থেকে কার্যকর হতে চলেছে ‘ওয়েস্ট ফাইন’ ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৩০ মে থেকে রাজ্যে চালু হচ্ছে ‘স্বচ্ছ অ্যাপ’। রাস্তাঘাটে নোংরা ফেলা, থুতু ফেলা কিংবা প্রকাশ্যে প্রস্রাবের মতো কাজের বিরুদ্ধে এবার কড়া অবস্থান নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। সেপ্টেম্বর মাস থেকে কার্যকর হতে চলেছে ‘ওয়েস্ট ফাইন’ ব্যবস্থা। আইন অমান্য করলে সরাসরি জরিমানা করবে পুলিশ। তবে তার আগে নিজেদের আচরণ সংশোধনের জন্য সাধারণ মানুষকে তিন মাস সময় দিচ্ছে নগরোন্নয়ন দপ্তর।

বৃহস্পতিবার এ কথা ঘোষণা করেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি জানান, প্রথম পর্যায়ে যেসব পুরসভায় বর্তমানে প্রশাসক বসানো হয়েছে, সেখানেই চালু হবে ‘স্বচ্ছ অ্যাপ’। আপাতত ১০টি পুরসভাকে নিয়ে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এই উদ্যোগ শুরু হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, জায়গায় জায়গায় ডাস্টবিন বসানো হবে। গোটা রাজ্যে প্রতি ১০০ মিটার অন্তর ডাস্টবিন রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। কেউ যদি রাস্তায় ময়লা ফেলেন, চিপসের প্যাকেট ছুড়ে দেন কিংবা থুতু ফেলেন, তা হলে জরিমানা করা হবে। এমনকী প্রকাশ্যে প্রস্রাব করলেও রেহাই মিলবে না।

সরকারি সূত্রে খবর, আগামী তিন মাস ধরে মূলত সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হবে। মানুষকে বোঝানো হবে পরিচ্ছন্ন শহর ও নাগরিক দায়িত্বের গুরুত্ব। সেই কারণেই সেপ্টেম্বরের আগে সরাসরি কড়া শাস্তির পথে হাঁটছে না সরকার। অগ্নিমিত্রা পাল আরও জানান, প্রত্যেক বাসে রাখা হবে বিশেষ ‘ওয়েস্ট ব্যাগ’। যাত্রীরা যাতে চলন্ত বাস থেকে বাইরে আবর্জনা না ফেলে, সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা। পাশাপাশি ‘স্বচ্ছ অ্যাপ’-এর মাধ্যমে নাগরিকরা নিজেদের এলাকার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন জানতে পারবেন। কোথাও রাস্তায় আবর্জনা পড়ে থাকলে, তার ছবি তুলে সরাসরি অ্যাপে আপলোড করে অভিযোগও জানানো যাবে। রাজ্য সরকারের দাবি, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর শহর গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ। তবে জরিমানা ও নজরদারির বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকের মতে, শুধুমাত্র জরিমানার ভয় দেখিয়ে নয়, দীর্ঘমেয়াদি সচেতনতা গড়ে তুলতেই হবে।

রাজ্যে পালাবদলের পর আশায় বুক বাঁধছেন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৪ মে রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে। আর এই পরিবর্তনের সরকারকে নিয়েই নতুন আশায় বুক বাঁধছেন রাজ্যে ‘রূপান্তরকামী সমাজ’। রাজ্যে সদ্য দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ইতিমধ্যেই বসেছেন রূপান্তরকামী মানুষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। সেই আলোচনার টেবিলে উঠেছে রূপান্তরকামী মানুষদের রুটি-রুজি থেকে চিকিৎসা, আশ্রয় থেকে সম্মান, এই সব প্রশ্নই।

এই রাজ্যের গরিমা গৃহের দেখ ভাল করা রঞ্জিতা সিনহা জানান, আগের সরকারের বহুবার জানানোর পরেও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। রাজ্যের গরিমা গৃহের অধিকর্তা রঞ্জিতা সিনহা ইতিমধ্যেই মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে তাঁদের সমাজের সমস্যার দিকগুলি নিয়ে আলোকপাত করেছেন। জীবিকার সুযোগ থেকে শুরু করে রূপান্তরকামী, রূপান্তরিত এবং এই সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য একাধিক সংগঠন কাজ করে চলছে। তবে আগের সরকারের কাছে বারবার তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরা সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ রঞ্জিতা সিনহার। এমনকী ২০২২ সালে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য যে বোর্ড গঠন হয়েছিল, সেই বোর্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর কোনও বোর্ডও গঠন করার বিন্দুমাত্র উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর। তাই এবার অগ্নিমিত্রার উদ্যোগে খানিকটা আশার আলো দেখছেন তাঁরা। মন্ত্রী ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, আপাতত সরকারি চাকরিতে আলাদা সংরক্ষণের ভাবনা সরকারের নেই।

তবে সমাজের ‘এলজিবিটি কমিউনিটি’-র মানুষদের কাজের জন্য দরকারি প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বাড়ানোর রাস্তা খোলার কথা ভাবছে সরকার। এছাড়াও লিঙ্গ বদলের অস্ত্রোপচার এখন শুধু এসএসকেএম-এ সীমাবদ্ধ থাকলেও মন্ত্রীর আশ্বাস, অন্য সরকারি হাসপাতালেও যাতে কম খরচে এই চিকিৎসা মেলে, তার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হবে। রঞ্জিতার আরও দাবি, বর্তমানে কেন্দ্রের সাহায্যে রাজ্যে তার মাধ্যমে দুটি গরিমা গৃহ চলছে। এই সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার। কারণ পরিবারে অশান্তি হলে অনেকেই ঘর ছাড়তে বাধ্য হন, ভুল পথে পা বাড়িয়ে দেন। তাদের জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয় থাকলে তাদের জীবনের গতিপথ সহজ হতে পারে। তাঁর স্পষ্ট কথা, রূপান্তরকামী মানুষদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ আর মাথার ওপর ছাদ, এই তিনটে পেলে তারাও অন্যদের মতোই মাথা তুলে বাঁচতে পারবেন। আর তাদের রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালে হাত পাততে হবে না।

মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু এস মিশ্রের হাতে জয় হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশনের বাগানে বারাসাতের শিল্পীদের হাতে গড়া বারো ফুটের নেতাজির মূর্তি প্রতিষ্ঠা হল।

নোয়াপাড়া কারশেডের পরিত্যক্ত লোহা-লক্কড় থেকে দমদম মেট্রো রেলের স্ক্র্যাপ টু আর্ট ভাবনায় আবর্জনা থেকে পরিচ্ছন্নতা ও সৃষ্টির বার্তা দিল মেট্রো রেল।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে মে ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ। শুক্র বার। ত্রয়োদশী তিথি, জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ র ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Sonali Mondal w/o Bishnu Pada Mondal r/o Saparaipur, PO - Santoshpur (m), PS - Mahestala, Kolkata - 700142, West Bengal under Maheshtala Municipality Ward No. 15 do hereby declare that my father's name is recorded as Naran Halder instead of Narayan halder in all mu official papers, records and documents, as declared before 3rd Court of Chief Judicial Magistrate, Alipore (WB) vide affidavit no. 44123 Dated 20.05.2026. Naran Halder and Narayan Halder both are same and identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা- উত্তর 24 পরগনা, থানা- হাবড়া, মৌজা- হাবড়া, আর এস 2041 খতিয়ান, আর এস 265 দাগে 3 কাঠা জমি বিক্রয় আছে। এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। M-8391809889

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

বীরভূম

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, **ফোন-৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**
রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, **মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।**

দুরভাষিনী
গান্ধী মার্কেট, কাটোয়া, বর্ধমান-৭১৩১৩০
ফোন: ৯৩৩২০০১৮৯৯, ৯৭৩২১৫৬৭১৪

বাঁকড়ায় ইদের নমাজ হল মসজিদের ভিতরে, শৃঙ্খলার বার্তা দিল হাওড়ার মুসলিম সমাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বৃহস্পতিবারে গোটা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও পালিত হচ্ছে ইদ। মুসলিম সমাজের এই ত্যাগের উৎসব ইদ-উল-আযহার সকালটা হাওড়ার বাঁকড়া জামে মসজিদে এবার অন্য রকম ছবি দেখা গেল। প্রতি বছরের মত রাস্তা আটকে খোলা ময়দানে ঈদের নামাজ হল না, বরং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে মসজিদের ভিতরেই দুই পর্বে নামাজ সারলেন এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষজন। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে, সুশৃঙ্খলভাবে মসজিদে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট দূরত্ব নিয়ে বসে পালন হল এই বছরের ইদ। প্রতি বছরের চেনা দৃশ্যের বদলে এই নিয়ম মানার একটা অভুতপূর্ব ছবি এবারে দেখল হাওড়াবাসী।

বৃহস্পতিবার ইদের আয়োজন প্রসঙ্গে মসজিদ কর্তৃপক্ষ বলেন, আগের বছরগুলোতে রাস্তায় জায়গা করে নামাজ পড়ানো হত। তবে এবার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরকারের নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে মসজিদের ভিতরে দুই দফায় নমাজের ব্যবস্থা করা হয়। এতে ভিড়ের চাপ সামলানো সহজ হয়। আর নমাজ শেষ হতেই উপস্থিত নমাজীরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করে পরস্পরকে ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এইদিনে কারও মুখে ক্লান্তি নেই, বরং নিয়ম মেনে কাজ সমাপ্ত করে সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিল মুসলিম সমাজ। উপস্থিত নমাজীদের অনেকেই বললেন, মনটা বড়ই শান্ত। নমাজ আদায়ের কোনও তাড়াহুড়ো নেই, হইচই নেই। ইদের নমাজের পর দিনটা এখন পরিবারের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার পালা।

বাঁকড়ার এই ছবি শুধু সেখানেই নয়, কলকাতাতেও একই চিত্র ধরা পড়ল। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসনের গাইডলাইন মেনে ইদের আয়োজন হয়েছে। কলকাতায় রেড রোডের বদলে ব্রিগেড ময়দানে নমাজের ব্যবস্থা হয়েছে সুষ্ঠুভাবেই। বাঁকড়ার এই চিত্র স্বভাবতই দেখাচ্ছে; ধর্মীয় আচার শুধুই রীতির চর্চা নয়, বরং সময়ের সঙ্গে সমাজের প্রতি দায়িত্বেরও পরীক্ষা। ইদের দিনে নমাজীদের অন্তরে যেমন ধর্মীয় ভাবের ঘাটতি ছিল না, বরং নিয়ম মানার মধ্য দিয়ে সামাজিক দায় পালন করার একটা গুরু দায়িত্বও ছিল। কুরবানীর এই ত্যাগের দিনে সেই বার্তাটাই সবচেয়ে জোরালো হয়ে উঠল। নিয়ম মেনে ইদ পালন, সম্প্রীতির আলিঙ্গনে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি মানুষের বিশ্বাস তৈরির আন্তরিক প্রচেষ্টা আর প্রশাসনের নির্দেশ একসঙ্গে চললে উৎসবের আনন্দই বাড়ে, কমে না, এই বার্তাটাই হাওড়ার বাঁকড়ার ইদগাহ থেকে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল বলেই মনে করছেন মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিরা।

নিমতায় বিক্ষোভের মুখে সাংসদ সৌগত রায়, ছোড়া হল পচা ডিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিজের সংসদীয় এলাকা নিমতাতেই এবার বিক্ষোভের মুখে পড়লেন দমদমের তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। বৃহস্পতিবার সকালে নিমতা থানায় স্মারকলিপি জমা দিতে গিয়ে তিনি বিক্ষোভের মুখে পড়েন। অভিযোগ, থানা থেকে বেরতেই তাঁকে লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ জনতা চোর চোর স্লোগান দিতে থাকে। এমনকী তাঁকে লক্ষ্য করে পচা ডিমও ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। যদিও ছোঁড়া ডিম সৌগত রায়ের গায়ে লাগেনি। তাঁর গাড়ির কাচে লেগেছে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় জানান, বুধবার পাঁচজন দলীয় কাউন্সিলরের বাড়িতে হামলা হয়েছে। তাই তাঁরা থানায় অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, থানা থেকে বেরনোর সময় একদল যুবক চোর চোর স্লোগান দিতে থাকে। ওদের জিজ্ঞেস করলাম, কাকে তোমারা চোর বলছো, তারপর ওরা তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়েছে। তাঁর দাবি, বিজেপি দলে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। বিজেপির লোকজন এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

রবিবার আট ঘণ্টা বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, ঘুরপথে চলবে পরিবহণ ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বৃহস্পতিবার কলকাতা-হাওড়ার ব্যস্ততম যোগাযোগ মাধ্যম বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধের নির্দেশিকা জারি করল হাওড়া ও কলকাতা পুলিশ। ওই নির্দেশিকা অনুযায়ী ৩১ মে রবিবার মেরামতির জন্য ভোর ছ’টা থেকে দুপুর দু’টো পর্যন্ত পুরোপুরি বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। কলকাতা পুলিশের বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানান হয়েছে, ওই দিন সেতুর স্থায়িত্ব ধরে রাখতে ভারবহন কাঠামোর কিছু জরুরি অংশ বদলানর কাজ করা হবে। সেই কাজ করতে গিয়েই যান চলাচল পুরো থামানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য প্রশাসন।

হাওড়ার দ্বিতীয় হুগলি সেতু ট্রাফিক গার্ড সূত্রে জানা যাচ্ছে, রবিবার এই আট ঘণ্টায় কলকাতা আর হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতে বড় বড় সমস্যা যাতে না আসে, তার জন্য রবিবার দিনকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। ওই ছুটির দিন বলে গাড়ির সংখ্যা তুলনায় কম থাকবে যদিও সকালের দিকে দীর্ঘ যানজট এড়ানোটাই এখন কঠিন চ্যালেঞ্জ প্রশাসনের কাছে। জারি করা নির্দেশিকায় হুগলি সেতু ব্যবহারকারি বিমানবন্দরমুখী যাত্রী, দূরপাল্লার বাস আর পণ্যবাহী গাড়িকে আগেভাগে রুট বদলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক বিশেষজ্ঞদের মতে, সবচেয়ে বেশি চাপ পড়বে হাওড়া, শিবপুর, খিদিরপুর, ময়দান চত্বর আর দ্বিতীয় হুগলি সেতুমুখী সংযোগপথগুলোয়।

নির্দেশিকা অনুযায়ী রবিবার এজেসি বসু রোড ধরে সেতুর দিকে যাওয়া সব গাড়িকে হেস্টিংস মোড় ঘুরিয়ে স্ট্র্যান্ড রোডে তুলে হাওড়া ব্রিজমুখী করা হবে। একইভাবে কে পি রোড থেকেও যানবাহন বিকল্প পথে চালানো হবে। সিজিআর রোড থেকেও গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া প্রয়োজনে শহরের অন্যান্য প্রধান রাস্তায়ও সাময়িক নিয়ন্ত্রণ জারি হতে পারে বলেই ট্রাফিক সূত্রে খবর।

এক নজরে রবিবারের পরিবর্তিত ট্রাফিক চিত্র—

এজেসি বসু রোড ধরে যারা সেতুর দিকে যাবেন, তাঁদের ‘হেস্টিংস মোড়’ থেকে ঘুরিয়ে ‘স্ট্র্যান্ড রোড’ ধরে হাওড়া ব্রিজমুখী করা হবে।

কেপি রোড থেকেও যানবাহন বিকল্প পথে চালানো হবে।

সিজিআর রোড থেকেও গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

প্রয়োজনে শহরের অন্যান্য প্রধান রাস্তাতেও সাময়িক নিয়ন্ত্রণ জারি হতে পারে। ছুটির দিন বলে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ না থাকলেও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যাত্রীদের কাছে রবিবার সকালের যানজট কতটা বড় হবে, সেটা নির্ভর করবে ঘুরপথ মেনে যান নিয়ন্ত্রণের উপর। শহরের পরিকাঠামো যে বয়সের ভার বইছে, এই বন্ধ যেন সেটাই সামনে আনে। নিরাপত্তার জন্য জরুরি সংস্কার দরকার, আবার রোজকার নগরজীবনের উপর তার চাপও নেহাতই কম নয়। পুলিশ প্রশাসন বলছে, বিপদ এড়ানোর জন্যই এই আগাম ব্যবস্থা বেওয়া হয়েছে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৯ মে ২০২৬, ১৪ জৈষ্ঠ ১৪৩৩ শুক্রবার

ক্র্যাশ করল সরকারি পোর্টাল

■ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের আবেদনপত্র প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে মহিলাদের মধ্যে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মত প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা সরাসরি অ্যাকাউন্টে পেতে হলে ব্যাংকের সঙ্গে আধার জুড়তেই হবে, এই শর্ত সরকারের পক্ষ থেকে জানান হয়েছিল। আর সেই ডিবিটি সংযোগের জন্য সরকারি পোর্টালে ঝাঁপিয়ে পড়েন আবেদনকারীরা। ফলশ্রুতি একসঙ্গে এত উপভোক্তার লগ-ইনের চাপে ক্রাশ করল আধার পোর্টাল। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আনুষ্ঠানিকভাবে ফর্ম ছাড়ার পর থেকে সকাল পর্যন্ত আধার সংযোগের পাতায় ঢুকতে গেলেই ফিরে আসছে যান্ত্রিক ত্রুটির বার্তা। ওয়েবসাইটে আধার কার্ডের সংখ্যা দেওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পরিষেবা। ওয়েবসাইট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের চাপ সামলাতে না পেরেই এই অবস্থা। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার পেতে হলে সরকারি নিয়ম হল ব্যাংকের সঙ্গে আবেদনকারীর আধার কার্ড সংযুক্ত থাকতেই হবে। যদিও এই পরিস্থিতিতে গোটা ব্যবস্থাটাই বন্ধ হয়ে পড়েছে। যদিও আধার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এই সমস্যা সাময়িক, দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

কেন্দ্রকে তোপ অভিষেকের

■ নিটের প্রশ্ন ফাঁস, সিবিএসইর মূল্যায়নে গোলমালের পর এই তালিকায় এবার যুক্ত হল এসএসসি জিডি। সর্বভারতীয় চাকরির পরীক্ষায় আবারও অনিয়মের অভিযোগ উঠতেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার তোপ দাগলেন তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২৫ মে অনুষ্ঠিত এসএসসি জিডির অনলাইন পরীক্ষা ঘিরে একাধিক গণ্ডগোলের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ কোথাও আসনের চেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী, কোথাও প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ, কোথাও পরীক্ষার ব্যবস্থা ধসে পরীক্ষা বাতিল করা হয়। এই ঘটনায় কমিশনের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, তাদের সিস্টেমে বারবার অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা হয়েছে, যদিও সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন ফাঁস করতে তারা অক্ষম হয়। যদিও সেই বয়ানেও রেহাই মেলেনি। উত্তরপ্রদেশ-বিহারে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন পরীক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার অভিষেক তাঁর বার্তায় লিখেছেন, ৪৬ লক্ষ ছেলেমেয়ে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল, কিন্তু পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর তাদের ভরসাই নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর কথায়, এটা মেধা ধ্বংসের ইচ্ছাকৃত চেষ্টা। একটা প্রজন্ম ভাবছে, যতই পড়ুক, সিস্টেমের গাফিলতিতে তাদের হার মানতে হবে। নিট, সিবিএসইর পর এসএসি, এই ঘটনাগুলোকে দেশের যুবশক্তির সঙ্গে প্রতারণা বলেই দাবি করেন অভিষেক। কেন্দ্রীয় সরকার পরীক্ষার স্বচ্ছতা রাখতে না পারলে দেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে না বলেই তাঁর হুঁশিয়ারি।

তোলাবাজি-হুমকির অভিযোগে ধৃত

■ তোলাবাজি এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগে পুলিশের জালে খড়দা ব্লক তৃণমূলের সভাপতি তথা বন্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসেনজিৎ সাহা ওরফে প্রসেন। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারের জলাজমি ভরাট করা, অবৈধ নির্মাণ, জমি বিক্রির সিন্ডিকেট রাজ চালানো, সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার-সহ একাধিক অভিযোগ ছিল প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে, তোলাবাজির টাকায় বিলাসবহুল অট্টালিকা বানিয়েছেন ধৃত এই তৃণমূল নেতা। উপ-প্রধান এত টাকা কোথায় পেলেন, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। যদিও বুধবার রাতে এলাকার বাসিন্দারা তাঁর বিরুদ্ধে রহড়া থানায় দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ শেষে তাঁরা থানায় স্মারকলিপি জমা দেন। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে রহড়া থানার পুলিশ তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রসেনজিৎ সাহাকে গ্রেপ্তার করেছে।

‘ভালো তৃণমূল’ তত্ত্ব খারিজ

বিজেপি কোনও নিরাপদ আশ্রয় নয়: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ৪ মে বিজেপির সরকার বদলের পর থেকেই বহু স্থানে হঠাৎ করে বিজেপি হয়ে যাওয়া কেউ বিজেপির কর্মী নয়, বৃহস্পতিবার রাজ্যে সর্বাধিক চর্চিত ‘ভালো তৃণমূল’ তত্ত্বে দাঁড়ি টানলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সম্প্রতি তার বক্তব্যকে নিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে যে চর্চা ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, সেটাকে ‘ভালো লাগছে’ বলে দাবি করলেও, দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল বা যে কোনও দল থেকে বিজেপিতে দলবদলের জল্পনা ও রাজনৈতিক আশ্রয়ের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিলেন শমীক। বৃহস্পতিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, তৃণমূলের অসন্তুষ্ট নেতাদের জন্য বিজেপি কোনও নিরাপদ আশ্রয় নয়। তাঁর কথায়, দল বড় হয়েছে মানুষের ভরসায়, ভাঙন ধরে আসা নেতাদের ভিড়ে নয়।

সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের নানা প্রান্তে তৃণমূলের একাংশের সঙ্গে বিজেপির যোগাযোগ নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। সেই আবহেই ‘ভালো তৃণমূল’ প্রসঙ্গে নিজের পুরনো অবস্থান ব্যাখ্যা করেন শমীক। তিনি বলেন, কোনও ব্যক্তি শাসকদলের সমালোচনা করলেই তাকে বিজেপির লোক বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ বাস্তবটা আলাদা। রাজনৈতিক মতভেদ আর দলীয় আনুগত্য এক জিনিস নয়। শমীকের বক্তব্যে বারবার উঠে আসে এক ধরনের রাজনৈতিক ভিন্নতার ছবি। তাঁর দাবি, তৃণমূলের ভিতরেই এমন বহু কর্মী-সমর্থক আছেন, যাঁরা স্থানীয় স্তরের দখলদারি, সিন্ডিকেট রাজ কিংবা দুর্নীতিতে বিরক্ত। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে সেই নেতাদের এক আসনে বসানো যাবে না, যাঁরা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে রাজনৈতিক রং বদলাতে চেয়েছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতির কথায়, যাঁরা নিজেদের সম্পত্তি, প্রভাব বা তদন্ত থেকে বাঁচাতে নতুন ঠিকানা খুঁজছেন, তাঁদের জন্য দলের দরজা খোলা হবে না। এদিন শমীকের বক্তব্যের মূল সুর একটাই, দল বদলের ভিড়ে যেন বিজেপির চেহারাটাই ঝাপসা হয়ে না যায়। তিনি বললেন, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ, রাজনীতির ভারসাম্য আর দেশের প্রেক্ষিত মাথায় রেখেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমাদের সমালোচনা রয়েছে। একই সঙ্গে বাম ভোটারদের কাছেও আক্ষেপ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, যারা সিন্ডিকেট করেনি, যারা পনেরো বছর ভোট নিয়ে আশা রাখেনি, যারা সিপিএমের ব্যর্থতায় কর্মীদের ধরে রাখতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছে, তাদের জন্যও এখন বিজেপির রাস্তা খোলা নয়, বিজেপি কাউকে নেবে না।

শমীক আরও বলেন, মে মাসের পর যারা নির্বাচনে জিতে এখন তৃণমূল ছাড়ার কথা বলছেন, তাঁরা বিজেপির লোক নন। শুধু তৃণমূল নয়, গত তিন মাসে অন্য দল থেকেও অনেকেই মুখ খুলেছেন। কিন্তু মুখ খুললেই দলের পরিচয় বদলায় না। তিনি ঠাট্টা করে বললেন, চাটার্ড ফ্লাইটে এলে হবে না। দল ঠিক করবে কাকে নেবে, কাকে নেবে না।

শমীকের দাবি, বিজেপি দুই থেকে তিনশোর ঘরে পৌঁছেছে, গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি করেছে, শ্যামাপ্রসাদের মাটিতে সরকার গড়েছে। এখন তৃণমূলের অস্বস্তিতে পড়া নেতাদের জন্য দলকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। যারা নিজেদের ভুল সম্পত্তি বাঁচাতে আসতে চায়, তাদের জন্য বিজেপির দরকার নেই। এদিন কার্যত বিস্ফোরক অভিযোগও তোলেন তিনি। শমীক দাবি করেন, শাসকদলের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির সম্পত্তি, বিনিয়োগ এবং জমি কেনাবেচার খতিয়ান সাধারণ মানুষের কাছেই পৌঁছে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা; কোথায় কার হোটেল, কার কারখানা, কার জমি, সেই তথ্য নিয়ে জনমানসে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। সব মিলিয়ে, রাজ্যের বদলে যাওয়া রাজনৈতিক আবহে বিজেপি এখন অন্তত প্রকাশ্যে এই বার্তাই দিতে চাইছে; ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে আসা নেতার চেয়ে আদর্শগত সমর্থকই তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

রড দিয়ে বিজেপি কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট পরবর্তী হিংসার আবহ এখনও নজরে আসছে কলকাতাতেও। এবার খাস কলকাতার মুচিপাড়া থানা এলাকার মুচি বাজারে এক বিজেপি কর্মীকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সূত্রে খবর, আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর নাম বিপ্লব নাগ। তিনি কলকাতা পুরসভার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার রাতে বিপ্লববাবু কয়েকজন পরিচিতের সঙ্গে এলাকায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই কয়েকজন যুবক লোহার রড নিয়ে তাঁদের ওপর চড়াও হয় এবং পিছন থেকে বিপ্লববাবুর মাথায় সজোরে আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। এদিনের এই ঘটনায় আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর দাবি, নির্বাচনের আগে থেকেই তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। এদিকে আগামী রবিবার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষকে একটি সংবর্ধনা দেওয়ার কথা রয়েছে। সেই কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়েই রাতে দলীয় কর্মীরা আলোচনা করছিলেন। সেই সময়েই এমন ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনায় বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষের দাবি, সংবর্ধনা সভা বানচাল করতেই তৃণমূল পরিকল্পনা করে এই রক্তক্ষয়ী হামলা চালিয়েছে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে একে স্থানীয় বিবাদ বলে দাবি করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে-এর পালটা দাবি, তাঁদের এক কর্মী আশঙ্কাজনক অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। সঙ্গে তিনি এও জানান, এই ঘটনায় আমি রাজনৈতিক রং লাগাতে চাই না। তবে আমাদের বুথ এজেন্ট দীপন সাহাকে প্রথমে ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু ছেলে মারধর করে। খবর পেয়ে তাঁর ভাই ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাঁকেও বেধড়ক মারধর করা হয়।

অভিষেকের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফের দায়ের হল অভিযোগ। ভবানীপুর থানায় এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে সূত্রে খবর। জনৈক অর্ণব কান্তি দাস ভবানীপুরের বাসিন্দা অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পুলিশ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো এবং গুজরাতি সম্প্রদায়কে অপমান করার অভিযোগ তুলে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে ভবানীপুর থানায়। অভিযোগে দাবি করা হয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে গুজরাতি সম্প্রদায়কে ‘গ্যাং’ বলে উল্লেখ করেছেন, যা সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। পাশাপাশি, তৃণমূল নেতার ওই ‘পোস্ট’ দেশের সামাজিক সম্প্রীতির পরিপন্থী বলেও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গত ২ মে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য একটি সোশ্যাল মিডিয়া ‘এক্স’-এ একটি পোস্ট করেন। সেই পোস্টের উত্তরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গুজরাতি সম্প্রদায়কে ‘গ্যাং’ বলে আখ্যা দেন বলে অভিযোগ। এই বিষয়টি নিয়ে ভবানীপুর থানায় ভবানীপুরেরই এক বাসিন্দা অভিযোগ দায়ের করেন। এর আগে, বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় অমিত শাহের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। রাজীব সরকার নামে বাগুইআটির বাসিন্দা ১৫ মে, শুক্রবার দুপুরে মেল করে ওই অভিযোগ দায়ের করেছিলেন অভিষেকের বিরুদ্ধে। রাজীব সরকারের অভিযোগ ছিল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে প্রচারের সময়ে একাধিকবার হুমকি দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এফআইআর-এ ২৭ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত, একাধিক নির্বাচনী প্রচারে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অভিযোগের অংশ হিসাবে বেশ কয়েকটি বক্তৃতার লিঙ্কও জমা দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় ফরওয়ার্ড করা হয়েছিল সেই মেল। এরপরই বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর ১৯২, ১৯৬, ৩৫১/২, ৩৫৩(১)(সি), ১২৩(২),১২৫, ১৯২, ১৯৬, ৩৫১/২ ধারায় একাধিক মামলা রুজু করা হয় অভিষেকের বিরুদ্ধে।

তৃণমূলের কার্যালয় থেকে উদ্ধার বিপুল সংখ্যক ভোটার এবং আধার কার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের তৃণমূলের কার্যালয় থেকে উদ্ধার হল রাশি রাশি ভোটার এবং আধার কার্ড। তাও আবার খাস কলকাতার একটি অফিস থেকে। খুব স্বাভাবিক ভাবে এই ইস্যুতে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় ট্যাংরা এলাকায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশবাহিনী। কীভাবে তৃণমূল অফিসে এতগুলি আধার এবং ভোটার কার্ড এল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, উদ্ধার হওয়া কার্ডগুলিতে নাম দেখে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে খবর। এদিকে স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, বিভিন্ন পরিষেবা পাইয়ে দেওয়ার নামে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা কার্ডগুলি নিতেন। কিন্তু তা আর ফেরত দিতেন না। এলাকার লোকজন আরও জানান, ৪ মে ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে এই কার্যালয়ে কোনও তৃণমূল কর্মীকে দেখা যায়নি। এর পরেই ট্যাংরার সেকেন্ড লেনের তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ঢোকেন স্থানীয় বাসিন্দা ও এলাকার বিজেপি কর্মীরা। ঘরের রং বদলে গেরুয়া হয়। এলাকার লোকজনের দাবি, সেই ঘরেই রাখা ছিল রাশি রাশি কার্ড। এহেন অভিযোগও পুলিশের তরফে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর।

পাশাপাশি সূত্রে এও খবর, ট্যাংরা ২ নম্বর লেনের ওই তৃণমূল কার্যালয়টি বেলেঘাটা বিধানসভা এলাকার মধ্যে পড়ে। ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকে সেটি তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। স্থানীয় বেশ কয়েকজন তালা ভেঙে ওই কার্যালয়ের মধ্যে ঢোকেন। সেখানে থাকা একটি আলমারি খুলতেই একেবারে অবাক হয়ে যান স্থানীয় মানুষজন। দেখেন, ওই আলমারিতে একেবারে থরে থরে সাজানো রয়েছে একাধিক আধার এবং ভোটার কার্ড। যার বেশিরভাগই স্থানীয়দের বলেই জানান তাঁরা। এরপরেই ওই তৃণমূল কার্যালয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এলাকার মানুষজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন আগেই একইভাবে বিধাননগরের একটি তৃণমূল কার্যালয় থেকে বহু ভোটার এবং আধার কার্ড উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটে বাসন্তী দেবী কলোনির ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল, ভোট যাতে কেউ না দিতে পারে সেজন্য একপ্রকার জোর করেই পরিচয়পত্র তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা কেড়ে নিত। আর দিত না। এহেন অভিযোগ ঘিরে রীতিমতো ঝড় বয়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

গ্রেপ্তারিকে বেআইনি বলে আদালতের দ্বারস্থ হলেন প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির তলব থেকে গ্রেপ্তারি, এই গোটা প্রক্রিয়াকেই বেআইনি দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা সুজিত বসু। ইডির তরফে এফআইআর দায়ের, জিজ্ঞাসাবাদ এবং শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তারি, তদন্তকারী সংস্থার প্রতিটি পদক্ষেপকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের করেন তিনি। আজ শুক্রবার এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দীর্ঘ টানাপড়েন আর ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট রাজ্যের প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী তথা হেভিওয়েট নেতা সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারি ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড়। প্রাক্তন মন্ত্রীকে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-এর ১৯(১) ধারা অনুযায়ী ১১ মে গ্রেপ্তার করা হয়। আর ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের পর থেকেই একের পর এক হেভিওয়েট নেতার গ্রেপ্তারি ঘিরে শাসক শিবির বেশ চাপে। এর আগে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, পার্থ চট্টোপাধ্যায়দের তালিকায় এবার নাম জুড়েছে সুজিত বসুর। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে বারবার একে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’ বলে দাবিও করা হচ্ছে।

মানুষের আশীর্বাদ নিয়েই ভোটে জিততে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলীয় কর্মীদের নির্বাচনী বার্তা দিলেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। পুরসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার শ্যামনগরে সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, মানুষের আশীর্বাদ নিয়েই নির্বাচনে জিততে হবে। জোর করে ক্ষমতা দখল করা যাবে না। জনগণের সমর্থন নিয়ে ভোটে জিততে হবে। এটাই হচ্ছে দলের মতাদর্শ। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে নোয়াপাড়ার বিধায়ক বলেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আইপ্যাকের মাধ্যমে তাঁকে হারানো হয়েছিল। পরাজয় সত্ত্বেও, ফল প্রকাশের পরদিন থেকেই তিনি ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে শপথ নিয়েছিলাম, ব্যারাকপুরে ছয়টি আসনেই তাঁরা জিতবেন। প্রত্যাশা মতোই মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে তাঁরা ছয়টি আসনেই জয়লাভ করেছেন। বিধায়কের দাবি, বিজেপি সরকারের আমলে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি হবে। কোনও চিরকুট দিয়ে চাকরি হবে না। অভিষেক ব্যানার্জির নাম না নিয়ে বিধায়কের কটাক্ষ, বাংলার মানুষ অপেক্ষা করছেন, পুষ্পার ‘বাবা’ কবে ঝুঁকবেন। প্রসঙ্গত, এদিন জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভাটপাড়া পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে নবনির্বাচিত বিধায়কদের সংবর্ধিত করা হয়। উক্ত সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন জগদ্দলের বিধায়ক ডঃ রাজেশ কুমার, ভাটপাড়া পুরসভার বিদায়ী সিআইসি হিমাংশু সরকার, কৃষ্ণা গুহ, সঞ্জয় যাদব প্রমুখ।

স্বস্তির বৃষ্টিতে ফের ভিজল কলকাতা, কমল তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মতোই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঝেঁপে বৃষ্টি নামল কলকাতায়। শহরতলির বিভিন্ন অংশেও বৃষ্টি শুরু হয়। সঙ্গে বজ্রপাত এবং ঝড়ের তাণ্ডব। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিন বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে। তার ফলে গরমও কিছুটা কমবে। কলকাতার আকাশে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মেঘ ছিল। কখনও কখনও রোদ উঠেছে মেঘের আড়াল কাটিয়ে। তবে রোদের তেজ তুলনামূলক কম ছিল। সন্ধ্যার মুখে শহরের বিস্তীর্ণ অংশে বৃষ্টি নামে। সল্টলেক, উত্তর কলকাতা এবং দক্ষিণ কলকাতার অনেক জায়গায় মুষলধারে বৃষ্টি হয়। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির দাপটে ব্যস্ত সময়ে থমকে গিয়েছে শহর এবং শহরতলি। সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বাজও পড়েছে শহরের কয়েক জায়গায়।

এদিকে আলিপুর আবাহওয়া অফিস জানাচ্ছে, এই মুহূর্তে ওড়িশায় ঘূর্ণাবর্তের অবস্থান। সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ থেকে ওডিশা এবং বিহার থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত জোড়া অক্ষরেখা রয়েছে। এর জেরে দক্ষিণবঙ্গে ফের ঝড়বৃষ্টির দাপট বাড়তে চলেছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কয়েকটি জেলায় হাওয়ার গতি আরও বেশি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং নদিয়ায় ঝোড়ো হাওয়ার বেগ ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই জারি করা হয়েছে ‘কমলা সতর্কতা’। একইসঙ্গে সমুদ্রেও দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে। ঝড়বৃষ্টির জেরে আজও সমুদ্র উত্তাল থাকতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দপ্তর। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন সমুদ্রে এই দু'দিন মৎস্যজীবীদের না যেতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আজও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বিশেষ করে দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামে দুর্যোগের সম্ভাবনা বেশি। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। কলকাতা সহ বাকি জেলাতেও ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির সতর্কতা।

শনি এবং রবিবারে ও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। এই বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার জেরেই আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দফতর এও জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রায় খুব একটা পরিবর্তন না হলেও তারপরের তিনদিনে ধীরে ধীরে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। এরপর তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা আপাতত নেই। বুধবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির শুরু হয়েছে। পুরুলিয়ায় ইতিমধ্যেই ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকাতেও কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি দেখা গিয়েছে।

সম্পাদকীয়

যত্রতত্র দেদার এই মূর্তি, স্মারক, সৌধ নির্মাণে রাশ টানা দরকার

এই রোগটা আগেও ছিল। তৃণমূল সরকারের আমলে এই রোগটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বিশেষ করে বাঙালি অস্মিতা জাগিয়ে রাখার নামে যত্রতত্র দেদার বাংলার মহাপুরুষ থেকে শুরু করে নেতাদের মূর্তি বসানো শুরু হয়। শুধু কি মূর্তি, মূর্তির পাশাপাশি বিভিন্ন স্মারক, সৌধ, নানা থিমের ম্যুরালে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল শহর কলকাতা থেকে জেলা। এই মূর্তিগুলি কারা বানাতেন কে জানে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই কিম্ভুত, কিমাকার মূর্তিগুলির সঙ্গে আসল মানুষগুলোর কোনও মিলই খুঁজে পাওয়া যেত না। এটা তো গেল একটা দিক। অন্যদিকে, হাইওয়ে থেকে বড় বড় রাস্তার ওপর নিয়ম, নীতির তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন স্মারক বা মূর্তি বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি মোড়ে, ট্রাফিক সিগন্যালেও বসানো হয়েছিল মূর্তি। ছাড় পায়নি সুলভ শৌচালয়ও। তার বাইরেও তৈরি হয়েছিল মূর্তি বা বিভিন্ন ম্যুরাল। এতে মানুষের সুবিধা হবে, না অসুবিধা হবে, সে সব ভাবার মতো কেউ ছিল না। এতে গাড়ি চলাচলের সমস্যা হবে কিনা, এসব নিয়েও কেউ কেয়ার করেনি। শুধু কি মূর্তি বা স্মারক, সৌন্দর্যায়নের নামে কোথাও ক্লক টাওয়ার, কোথাও আইফেল টাওয়ারের মিনিয়েচার, কোথাও মিশরের পিরামিডের মিনিয়েচার খাঁড়া করে ফেলা হয়েছিল। তথ্য, বলছে, এই মূর্তি বা স্মারকগুলির বেশির ভাগেরই কোনও অনুমোদন ছিল না। ছিল না কোনও বরাদ্দকৃত জমি। ফলে সরকারি জমি দখল করেই এই কাণ্ডকারখানা চলেছিল এতদিন। হুঁশ ছিল না প্রশাসনের। হুঁশ ছিল না বলা ভুল, সব জেনেও চোখ বুজে ছিল প্রশাসন। তার ফাঁক দিয়ে এভাবে দেদার চলেছে সরকারি জমি দখল। রাজ্যে পালাবদলের পর এই কাজে রাশ টেনেছে প্রশাসন। যুবভারতীর সামনে থেকে বিদায় নিয়েছে ওই অদ্ভুত-দর্শন মূর্তি। লেকটাউনের মেসিকে দিয়ে উদ্বোধন করানো মূর্তিও সরিয়ে ফেলার ঘোষণা করেছে প্রশাসন। এছাড়াও মাঠ, ঘাট, রাস্তা দখল করে তৈরি হওয়া এই সব মূর্তি, স্মারক, সৌধ ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করেছে নতুন সরকার। তবে শুধু ভেঙে ফেললেই হবে না, এই প্রবণতা রুখতে চাই প্রয়োজনীয় নিয়ম, কানুন। নতুন সরকার সেটাও করুক।

শব্দছক ১৭৩

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. পায়ে হেঁটে যাওয়া ৩. গলাদেশ ৫. এই সবেমাত্র ৬. বজ্র ৮. অত্যন্ত ১০. পশুপাখির তীক্ষ্ন নখ ১২. অনেক বছর ১৪. সম্মিলিত হওয়া ১৫. কথা ১৬. মায়াতির ১৮. ছুটে চলে যা ১৯. আস্তানা ২০. শ্রীকৃষ্ণের প্রেমিকা ২২. জীবজন্তুর শাবক ২০. চার যুগের শেষটি ২৪. নতুন করে যুক্ত হওয়া

ওপর-নিচ: ১. কবিতা ২. মা কালীর প্রিয় ফুল ৪. শাখামৃগ ৫. বিবাহিত নারীর স্বামী বর্তমান ৭. জোয়ার জলের মতো জনতার ঢল ৮. যা অবাক করে ৯. শর বা বাণ ১১. বেঁজিজাতীয় মাংসাশী প্রাণী ১৩. বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র ১৬. শীতের দ্বিতীয় মাস ১৭. জিহ্বা ১৮. ধারণ করে যা ২১. চাল-এর পূর্বাবস্থা ২০. ছাগল

সমাধান ১৭২ — পাশাপাশি: ১. বাধা ৩. গরম ৬. দরাজ ৮. বক্র ৯. মরাল ১০. বক্র ১২. বাঘ ১৩. কাবু ১৪. রক্তদান ১৬. তরুণ ১৮. কর ১৯. বপন ২১. আপস ২২. টক

ওপর-নিচ: ১. বাদল ২. ধারা ৪. রক্তিম ৫. নক্র ৭. জলদ ৮. বলবান ১০. কবুতর ১১. মরণফাঁদ ১৫. দানব ১৭. জনক ১৮. কম্বু ২০. পট

আজকের দিন

- ১৪৫৩ — উসমানীয় বাহিনী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী দখল করে।
- ১৯৫৩ — এডমন্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করেন।
- ১৯৯৯ — ডিসকভারি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের সাথে ডক করে ।

জন্মদিন

- ১৮৬৫ *বিশিষ্ট ম্যাগাজিন সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
- ১৯৬৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সুব্রত সেনের জন্মদিন।*
- ১৯৬৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মদুগুলা বেনুগোপালা রেড্ডির জন্মদিন।*

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বিধানসভার ভোট

যুধিষ্ঠির

অনেক বছর পর আমাদের রাজ্যে একটা মৃত্যুহীন তথা অবাধ আর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। সুচারু রূপে ভোট পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের কিন্ত পুরো নম্বর প্রাপ্য। এর আগে দীর্ঘদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল এই রাজ্যের প্রচুর সংখ্যক ভোটার নাকি ভোটদান করতেই পারছিলেন না বিভিন্ন বাধার কারণে। আবার অন্য দিকে এও দেখা যাচ্ছিল এই রাজ্যের ভোটদানের হার অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশী থাকত। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে, কিছু দুষ্কৃতী সম্ভবত প্রকৃত ভোটারদের এবং সেই সঙ্গে মৃত এবং স্থানান্তরিত ভোটারদের ভোটগুলো নিজেরাই দিয়ে দিচ্ছিলেন। তাহলে তো এই দাঁড়ায়, এই রাজ্যে গত বেশ কয়েকটি নির্বাচনে সার্বিকভাবে জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন হচ্ছিল না। এবারের ভোটদানের হার কিন্ত সব পুরনো রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। তাই নির্বাচনে কোন দল হারল আর কারা জিতল সেটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যত গুরুত্বপূর্ণ হল এবার রাজ্যের তিরানব্বই শতাংশ ভোটার কিন্ত নিজেদের মত প্ কাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই সার্বিকভাবে বলা চলে এবারের নির্বাচিত সরকার হল জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন।

যদি ভাবতে বসি প্রায় সব ভোটারের বুথমুখী হওয়ার কি কারণ হতে পারে, যেটা আগে কোথাও কোনোদিন দেখা যায় নি। ভোটের হার বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। একটা মত হল, ভোটারদের বড় অংশ শঙ্কিত ছিলেন এসআইআরের পর ভোট না দিলে হয়তো ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম কাটা যাবে। এছাড়া অনেকের মত হল দূর্নীতি ইস্যুতে এবারের ভোট হয়েছে। অন্য দিকে কেউ আবার আরজিকর হাসপাতালের নির্মম ঘটনাটাকে প্রধান কারণ মনে করছেন। এঁদের প্রত্যেকটি কথা সম্পূ ্ণ সত্য, একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। তা সত্ত্বেও, এইসব মত পোষণকারীদের প্রতি সম্পূ ্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই ভোটদানের হার বৃদ্ধির একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কারণ কিন্ত এঁদের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

যদি বিচার করতে বসি মানুষের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কি। সাধারণভাবে বলা হয় মানুষের প্রাথমিক চাহিদা হল খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান। এবং সেই জন্য প্রয়োজন হচ্ছে অর্থ বা রোজগার। অথচ দেখা গেল দু'হাজার বাইশ সালের চব্বিশে ফেব্রুয়ারি যখন রাশিয়ার সৈন্য বাহিনী ইউক্ েন আক্ মণ করেছিল, তখন প্রায় এক লাখ পনের হাজার ইউক্ েনের নাগরিক নাকি আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে এক কাপড়ে দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। অথচ সেই ইউক্ নবাসীদের তো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান অথবা অর্থ, রোজগার ইত্যাদি কোনও কিছুরই অভাব ছিল না। তাহলে তাঁরা এক কাপড়ে রাতারাতি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলেন কেন। সেই জন্যই বলতে চাই মানুষের

জীবনে সবচেয়ে বড় চাহিদা হল নিরাপত্তা। এখানে ইউক্রেনে একটা উদাহরণ মাত্র। পৃথিবীর অনেক জায়গায় ধরনের ঘটনা বার বার ঘটতে দেখা গেছে। এমনিতেই একটা কথা প্রচলিতও আছে 'সেফটি ফার্স্ট'। আরে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদের তুলনায় সব সমস্যাই ছোট মনে হয়। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের এবারের নির্বাচনে খুব বড় সংখ্যক মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব জনিত কোনও আশংকা দেখা দিয়ে থাকতে পারে। প্রশ্ন হল নিরাপত্তার অভাবের কারণ কি হতে পারে। নিশ্চিতভাবেই বলা চলে এই দেশের বা রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে যাওয়ার একটা আশংকা সম্ভবত দেখা দিয়েছিল রাজ্যের বড় অংশের মানুষের মধ্যে। আবার জনবিন্যাস বদলের ফলস্বরূপ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কিন্ত কোনও মতেই অস্বীকার করা যায় না। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনাগুলো এই রাজ্যের মানুষের ওপর একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল বলেই মনে হয়। সম্ভবত সেটাই ভোটদানের হারের বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। অর্থাৎ এই রাজ্যের বড় অংশের মানুষের মনে জনবিন্যাস বদল এবং তার পরিণাম স্বরূপ আক্রান্ত হওয়ার আশংকা আগে থেকেই ছিল, সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে এবারের নির্বাচনে। আবার বলছি অন্যান্য বহু কারণের সঙ্গে এই জনবিন্যাস বদল ইস্যুটাও এই বিপুল পরিমাণ ভোটদানের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বলে মনে হয়। সেটা সম্ভব হয়েছে অবাধ আর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য।

একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই, সদ্য সমাপ্ত এসআইআরএ কিন্ত প্রচুর পরিমাণে জল মিশে রয়েছে। এই রাজ্যের যে একানব্বই লাখ মানুষের নাম বাদ গেছে (এঁদের মধ্যে অনেকের নাম এখনও বিচারাধীন রয়েছে), তাঁদের বড় অংশ সম্ভবত স্থানান্তরিত অথবা মৃত ভোটার। তার মানে এই নয় যে, কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নামই বাদ যায় নি, বাস্তবে অনেকের নাম নিঃসন্দেহে বাদ গেছে, কিন্ত এসআইআর অনুযায়ী আরও অনেক অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ যাওয়াটা কাঙ্ক্ষিত ছিল। নির্বাচনের ঠিক আগে দেখা গিয়েছিল প্রচুর সংখ্যক নারী পুরুষ বর্ডার পার করে এই দেশ তথা রাজ্য ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। মনে হয় এসআইআরএ এঁদের নাম বাদ গেছে তাই এই দেশান্তর। আবার ভোটের পরেও দেখা গেল প্রচুর মানুষ এই দেশ তথা রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এঁরা সকলেই যে ভোট দিয়ে তবেই ফিরে যাচ্ছেন, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।

এদিকে দেখা গেল এসআইআরএ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় এগারো শতাংশ ভোটারের নাম বাদ গেছে। এছাড়াও বাদ যাওয়া মানুষদের মধ্যে সাতাশ লাখ সম্ভাব্য ভোটারের নাম কিন্ত এখনও বিচারাধীন। এই সাতাশ লাখের মধ্যে কিছু নাম ভোটার তালিকাভুক্ত হলে (নিশ্চিতভাবেই কিছু নাম তালিকাভুক্ত হবে) কিন্ত বৈধ ভোটারের সংখ্যা আরও

বাড়বে, অর্থাৎ বাদ যাওয়াদের শতাংশটা এগারো শতাংশ থেকে কমবে। আবার একথাও অনঃস্বীকার্য পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় বেশী। অথচ এসআইআরএ দেখা গিয়েছিল গুজরাতের প্রায় সাড়ে চোদ্দ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশের প্রায় তেরো শতাংশ, ছত্ শিগড়ের প্রায় বারো শতাংশ এবং তামিলনাড়ুর প্রায় সাড়ে এগারো শতাংশ নাম বাদ গেছে। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ এত পিছিয়ে কেন সেই প্রশ্ন ওঠা কিন্ত মোটেই অযৌক্তিক নয়।

কয়েক বছর আগে একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ীয় মন্ত্ী একবার বলেছিলেন, সারা দেশ থেকে ধরা পড়া যত মানুষ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই জাল ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদি নাকি এই রাজ্যের চব্বিশ পরগনা জেলা থেকেই তৈরি হয়েছে। তার মানে তাঁরা এই দুই জেলা থেকে জাল নাগরিকত্বের প্রমাণ তৈরি করে তবেই সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। এও প্রমাণ হচ্ছে, এঁরা উত্তর বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভোটার, এবং নির্বাচনে এই রাজ্যেই ভোট দিতে আসেন (এবারও অনেকেই ভোট দিয়ে গেছেন মনে হয়)। যদি এসআইআরএ সব অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়া সম্ভব হত, তবে এই রাজ্যের বাদ যাওয়া মানুষদের সংখ্যা তথা শতাংশ অন্য সব রাজ্যের তুলনায় বেশি হত এতে সন্দেহ নেই।

বিশ্লেষণ করে দেখা যাক দেশের তথা রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এখনও পর্যন্ত কতখানি সাফল্য লাভ করা গেল। যাঁরা মেঘনাদের মতো আড়াল থেকে এসআইআরএর প্রক্রিয়ায় পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁদের কাজ এখানেই শেষ হয়ে গেছে, একথা কিন্ত ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। যাইহোক আশা করা যায় পরবর্তীকালে উত্তর আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে। কারণ এও দেখা গেল, যে কেন্দ্রে প্রচুর অভিযোগের ভিত্তিতে পুনর্নির্বাচন হল, সেই ফলতা কিন্ত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত। সার্বিকভাবে বলা উচিত বিধানসভার নির্বাচনের মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার কাজ কিছুটা হলেও এগিয়েছে, কিছু অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বহিষ্কৃতও হয়েছেন। এবং একথাও আমাদের জানা আছে রাজ্যের আগামী পৌরসভার ভোট অথবা পঞ্চায়েতের ভোটের আগে নতুন করে এসআইআর হবে না। সুতরাং আমাদের চোখ থাকবে পরবর্তী পরিস্থিতির ওপর।

আরেকটা কথাও বিশেষভাবে বলা দরকার। দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের নব নির্বাচিত সরকারের প্রথম কাজই ছিল রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে দেশের সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য বিএসএফকে জমি হস্তান্তর করার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া। বলা চলে অনুপ্রবেশ রুখে দেওয়ার জন্য রাজ্যের নতুন সরকারের এই পদক্ষেপ আরেকবার প্রমাণ করল, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশদ্বারগুলো বন্ধ করাটা দেশের থিংক ট্যাঙ্কের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অবশেষে বলতে চাই, একটা রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনের গুরুত্ব কিন্ত দেশের কোনও কোনও অংশের জনবিন্যাস বদলের গুরুত্বের তুলনায় নিতান্তই নগন্য। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের চিকেনস নেক অঞ্চল থেকে নতুন করে উত্তেজনার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

এইরকম সময় কিন্ত দেশের মধ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এতেও কোনও সন্দেহ নেই। দেশের সুরক্ষার সঙ্গে তো আর কোনও রকম আপস করা যায় না। তাই সার্বিকভাবে ধরে নেওয়া যেতেই পারে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোখা এবং সেই সঙ্গে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্য এই ধরনের বলিষ্ঠ আর কার্যকর পদক্ষেপ পরবর্তীকালে আরও দেখা যাবে। আমরা কিন্ত আশাবাদী।

অদৃশ্য প্রতিবাদের দৃশ্যকাব্য: শিল্প, রাষ্ট্র ও অনীক দত্তের অসমাপ্ত পদযাত্রা

সুদীপ ঘোষ

মৃত্যু কখনও কখনও নেমে আসে এক অসম্পূর্ণ বাক্যের মতো, যার যতিচিহ্নটি পড়ে থাকে শূন্যতায়, আর অনন্তকাল ধরে অনুরণিত হতে থাকে অব্যক্ত শব্দেরা। ২০২৬ সালের ২৭ মে, কলকাতার হিন্দুস্তান পার্কে প্রাক্তন স্ত্রীর বাসগৃহের ছাদ থেকে পতিত হয়ে চিকিৎসালয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম স্বতন্ত্র ও আপসহীন কণ্ঠস্বর, পরিচালক অনীক দত্ত। পুলিশি তদন্তের নিয়মমাফিক আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে এই অকালপ্রয়াণ;এটি কি নিছকই এক দুর্ঘটনা, স্বেচ্ছামৃত্যু, নাকি অন্য কোনো অলিখিত উপাখ্যান? কিন্তু যে মানুষটি তাঁর সমগ্র সৃষ্টিশীল জীবনে কোনো রাজনৈতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার সামনে শিরদাঁড়া নত করেননি, যাঁর চলচ্চিত্রকে প্রেক্ষাগৃহ থেকে রাতের অন্ধকারে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে, তাঁর এই প্রয়াণের চারপাশে জমে থাকা নীরবতা এক গভীর দার্শনিক প্রশ্নের জন্ম দেয়। ইতিহাস এই ধরনের নীরবতার সঙ্গে পূর্বপরিচিত; কারণ যখন কোনো প্রতিবাদী স্বর স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন সেই স্তব্ধতা সমাজ ও রাষ্ট্রের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের এক অস্বস্তিকর আখ্যানকেই উন্মোচিত করে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেখলে, শিল্পীর সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির সংঘাত কোনো নতুন ঘটনা নয়। সক্রেটিস থেকে শুরু করে সমকালীন বিশ্বের বহু শিল্পী ও চিন্তাবিদকে ক্ষমতার ভ্রুকুটির সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনীক দত্তের জীবন ও সৃষ্টি সেই বিশ্বজনীন লড়াইয়েরই এক বঙ্গীয় অধ্যায়। ২২ মে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করা এই মানুষটির ধমনিতে ছিল অভিজাত রক্ত; তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠাতা নরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের পৌত্র। কিন্তু এক উচ্চবর্গীয় ও বিত্তবান পরিবারে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও, তাঁর মনস্তাত্ত্বিক ও বৌদ্ধিক অবস্থান ছিল সর্বদা সমাজের প্রান্তিক ও শোষিত শ্রেণির দিকে। বিজ্ঞাপনী চলচ্চিত্রের চাকচিক্যময় জগৎ থেকে তাঁর যাত্রা শুরু হলেও, সেই কৃত্রিম উজ্জ্বলতা তাঁর ভেতরের সমাজ-সচেতন সত্তাকে গ্রাস করতে পারেনি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পথ পেরিয়ে ২০১২ সালে যখন তিনি তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র 'ভূতের ভবিষ্যৎ' নিয়ে এলেন, তখন তা নিছকই একটি হাস্যরসাত্মক রূপকথা হয়ে থাকেনি; বরং তা হয়ে উঠেছিল নাগরিক সংস্কৃতির অবক্ষয়, নব্য-উদারনীতিবাদের আগ্রাসন এবং রাজনৈতিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে এক তীক্ষ্ণ সামাজিক নিরীক্ষণ।মাত্র ষাট লক্ষ টাকার সীমিত নির্মাণ-মূলধনে তৈরি হওয়া এই ছবিটি যখন তিন কোটি টাকার ওপর টিকিটঘরের লভ্যাংশ ঘরে তুলল, তখন তা এক ঐতিহাসিক বাণিজ্যিক সাফল্যে পরিণত হয়। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সাফল্য ছিল এক অদ্ভুত স্ববিরোধ। যে মধ্যবিত্ত সমাজ প্রেক্ষাগৃহে বসে তাঁর রাজনৈতিক ব্যঙ্গ উপভোগ করে হাততালি দিচ্ছিল, সেই সমাজই আবার রাজনৈতিক ক্ষমতার রক্তচক্ষুর সামনে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তৎকালীন রাজ্য শাসকের সমালোচনা ও রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পড়ে এই ছবিটি। একজন ঘোষিত বামপন্থী ও প্রতিবাদী শিল্পী হওয়ার অপরাধে, অনীক দত্তকে তাঁর এই বিপুল সাফল্যের পরেও অধিকাংশ সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এমনকি পুরস্কারের মঞ্চ থেকেও পরিকল্পিতভাবে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। ক্ষমতা সর্বদা আনুগত্য পছন্দ করে, আর অনীক দত্ত ছিলেন সেই অবাধ্যতার প্রতীক, যিনি বাণিজ্যিক সাফল্যের কাছে নিজের আদর্শকে বিকিয়ে দেননি। প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি না জুটলেও, সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্বে তিনি যে স্থায়ী আসনটি তৈরি করেছিলেন, তা কোনো পদকের মুখাপেক্ষী ছিল না।

অনীক দত্তের চলচ্চিত্রের ভাষার গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, সেখানে চিত্রনাট্য ও দর্শনের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে, যার শেকড় প্রোথিত ছিল প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের শৈলীতে। কিন্তু এই প্রভাব কোনোভাবেই অন্ধ অনুকরণ ছিল না; বরং তা ছিল এক বৌদ্ধিক বিতর্ক ও নিজস্ব পুনর্নির্মাণ। 'ভূতের ভবিষ্যৎ'-এর প্রতিটি চরিত্রের মুখে বসানো ছন্দোবদ্ধ সংলাপ সচেতন দর্শককে মনে পড়িয়ে দেয় রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রের সেই কালজয়ী বিদ্রূপাত্মক কাব্যভাষাকে। রায় যেখানে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গের অস্ত্র শানিয়েছিলেন, অনীক দত্ত সেই একই অস্ত্র নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন সমকালীন নব্য-স্বৈরাচার ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে। এটিই একজন আন্তর্জাতিক মানের শিল্পীর লক্ষণ;তিনি তাঁর পূর্বসূরির ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেন, কিন্তু নিজের সমকালের সংকট মেটাতে নিজস্ব এক নতুন হাতিয়ার গড়ে তোলেন।

পুরনো কলকাতাকে ধূলিসাৎ করে বহুতল ইমারত গড়ে ওঠার যে আগ্রাসী আবাসন-বাণিজ্য, 'ভূতের ভবিষ্যৎ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্বেগ ছিল মূলত রায়েরই চিন্তাধারার

এক আধুনিক সম্প্রসারণ। যখন শহরের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যগুলি পুঁজিবাদের গ্রাসে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তখন অনীক দত্ত ভূতেদের মাধ্যমেই সেই বিস্মৃত ইতিহাসকে মুখর করে তুলেছিলেন। এখানে 'ভূত' কোনো সস্তা অলৌকিক উপাদান নয়; সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভূত হলো আমাদের স্মৃতি, আমাদের বিস্মৃত শিকড় এবং প্রতিরোধের এক জীবন্ত রূপক। তারা সেইসব প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি, যাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদ করেছে।এই প্রতিরোধের ভাষা আরও বেশি প্রত্যক্ষ ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে ২০১৯ সালে, যখন তাঁর 'ভবিষ্যতের ভূত' ছবিটি মুক্তি পায়। মুক্তির মাত্র কয়েক দিনের মাথায় কোনো লিখিত নির্দেশিকা ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ থেকে ছবিটিকে জোরপূর্বক নামিয়ে দেওয়া হয়। রাষ্ট্র যখন শিল্পের দর্পণে নিজের কদর্য মুখাবয়ব দেখতে পায়, তখন সে শিল্পকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। এই অঘোষিত নিষেধাজ্ঞাকে কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রখ্যাত পরিচালক অপর্ণা সেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে 'একনায়কতন্ত্রী' ও 'সর্বগ্রাসী' মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ বলে নিন্দা করেছিলেন। সমকালীন চিত্রপরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ও এই ঘটনাকে 'নিন্দনীয়' আখ্যা দেন। রাষ্ট্রশক্তি যখন ভয় দেখিয়ে, কণ্ঠ রোধ করে শিল্পকে স্তব্ধ করতে চায়, তখন একজন শিল্পীর মনস্তত্ত্বে এক গভীর শূন্যতা ও একাকীত্ব তৈরি হয়। কিন্তু অনীক দত্ত সেই প্রবল চাপের মুখেও ভেঙে পড়েননি। তিনি সমাজের এই নীরবতা ও রাষ্ট্রের আস্ফালনের মাঝখান দিয়ে নিজের নির্দিষ্ট পথেই হেঁটেছেন, মাথা উঁচু করে।

তিনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনকে চলচ্চিত্রের কাঠামোর মধ্যে এমন সূক্ষ্মভাবে বুনে দিতেন, যা সাধারণ দর্শক হয়তো কেবল বিনোদন হিসেবেই গ্রহণ করতেন; কিন্তু যাঁরা তাঁর চিন্তার গভীরে প্রবেশ করতে পারতেন, তাঁরা উপলব্ধি করতেন এই ব্যঙ্গের আড়ালে লুকিয়ে থাকা গভীর যন্ত্রণাকে। এটি তাঁর কোনো সস্তা কৌশল ছিল না, এটি ছিল তাঁর সুনির্দিষ্ট দার্শনিক অবস্থান। সরাসরি রাজনৈতিক প্রচার বা স্লোগান নয়, রূপকের আড়ালে নগ্ন সত্যকে তুলে ধরা; এটাই ছিল তাঁর বিশ্বাস। বিশ্বচলচ্চিত্রে চার্লি চ্যাপলিন থেকে শুরু করে জ্যঁ-লুক গদার পর্যন্ত বহু কালজয়ী পরিচালক এই একই দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। অনীক দত্ত বাংলা চলচ্চিত্রের সেই আন্তর্জাতিক ঘরানারই একনিষ্ঠ বাহক।তাঁর শিল্পজীবনের সবচেয়ে আবেগঘন ও আন্তর্জাতিক মানের কাজটি নিঃসন্দেহে ২০২২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'অপরাজিত'। সাদাকালো ফ্রেমে বন্দি এই ছবিটি ছিল মূলত সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী' নির্মাণের নেপথ্যের কাল্পনিক অথচ বাস্তবনিষ্ঠ আখ্যান। রায়ের প্রথম ছবি তৈরির সেই যন্ত্রণাদায়ক অথচ রোমাঞ্চকর গল্প বলতে গিয়ে, অনীক দত্ত পরোক্ষভাবে তাঁর নিজেরই শিল্পী হয়ে ওঠার নিরন্তর সংগ্রামকে সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটিয়ে তুললেন। এটি নিছক কোনো জীবনীচিত্র ছিল না; এটি ছিল এক শিল্পীর প্রতি আরেক শিল্পীর বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য। সেই বিরল ও পবিত্র মুহূর্ত, যখন উত্তরসূরি তাঁর পূর্বসূরির সৃষ্টির বেদিতে নতজানু হন, অথচ নিজের স্বকীয়তা ও নির্মাণশৈলী বিন্দুমাত্র হারান না।

প্রচলিত বাজার-সর্বস্ব হিসাবনিকাশের বাইরে গিয়ে, শিল্পের স্বার্থে কাজ করার এক অদম্য ও প্রায় পাগলাটে প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি সিনেমাজগতের সেই চিরপরিচিত সমীকরণের খেলায়, যেখানে লভ্যাংশই শেষ কথা, সেখানে অংশ নিতে সর্বদা অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই অস্বীকারের এক চরম মূল্য তাঁকে চোকাতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। নিজের মনের মতো একটি স্বাধীন ছবি করার জন্য তাঁকে বারবার লগ্নি বা মূলধনের সন্ধানে প্রযোজকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে। কিন্তু গল্প বলার এক অদম্য দার্শনিক তাড়না তাঁকে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই তথাকথিত 'পাগলামি' বা আপসহীনতা তাঁর চলচ্চিত্রকে এক অন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে। কারণ, যে পরিচালক ব্যর্থতার ঝুঁকি নিতে বিন্দুমাত্র ভয় পান না, যিনি সমাজের আরোপিত নিয়মকে অগ্রাহ্য করতে পারেন, তাঁর ক্যামেরাতেই সবচেয়ে সৎ, বাস্তব ও আন্তর্জাতিক মানের মুহূর্তগুলো ধরা পড়ে।

মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর সৃজনশীল কাজ চালিয়ে গেছেন। ২০২৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'যত কাণ্ড কলকাতায়' ছিল তাঁর পরিচালিত শেষ কাজ। একজন প্রকৃত শিল্পী ততক্ষণই বেঁচে থাকেন, যতক্ষণ তিনি সৃষ্টি করেন;এই অমোঘ বিশ্বাসেই তিনি তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর অকালমৃত্যু আমাদের সমাজব্যবস্থার কাছে একটি গভীর দার্শনিক প্রশ্ন রেখে গেছে। শিল্প এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সম্পর্ক কি চিরকালই এক অসম সংঘাতের? যে শিল্পী ক্ষমতার সঙ্গে আপস করেন, তিনি হয়তো রাষ্ট্রের আনুকূল্যে পুরস্কার পান, দীর্ঘকাল প্রেক্ষাগৃহে টিকে থাকেন, সমাজের উপরিস্তরে সম্মান লাভ করেন; কিন্তু যে শিল্পী ক্ষমতার চোখে চোখ রেখে সত্য কথা বলেন, তাঁর ছবি নামিয়ে দেওয়া হয়, তাঁকে বয়কট করা হয় এবং তাঁর জীবনে ঘনিয়ে আসে এক গভীর একাকীত্ব ও মানসিক অবসাদ।

তবুও, ইতিহাসের বিচার অন্য কথা বলে। সাময়িক ক্ষমতার দম্ভ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে যায়, কিন্তু সেই আপসহীন শিল্পীর কাজই পরবর্তী প্রজন্মের মনন ও মস্তিষ্কে চিরকাল বেঁচে থাকে। অনীক দত্তের জীবনের এই সমাপ্তি কোনো সাধারণ মৃত্যু নয়; এটি যেন তাঁরই তৈরি করা চলচ্চিত্রের এক চরম বাস্তব রূপায়ণ। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভূতেরা বেঁচে থাকে বলেই শহরের বুকে ইতিহাস বেঁচে থাকে। তাঁর সৃষ্ট চলচ্চিত্রের ভূতেরা যেমন পুরনো কলকাতার ইট-কাঠ-পাথরের স্মৃতিকে সযত্নে বুকে আগলে রেখেছিল, ঠিক তেমনি তাঁর সৃষ্টি করা চলচ্চিত্রগুলি এবার থেকে তাঁর নিজের স্মৃতি, তাঁর অদম্য জেদ এবং তাঁর প্রতিবাদের ভাষাকে অনন্তকাল ধরে আগলে রাখবে। যে পরিচালক একদিন 'ভূতের ভবিষ্যৎ' নিয়ে সমাজকে সতর্ক করেছিলেন, আজ তিনি নিজেই এক অনিবার্য, অমোঘ ভবিষ্যতের অংশে পরিণত হয়েছেন;তিনি এখন বাংলা চলচ্চিত্রের সেই চিরন্তন সংগ্রামী ঐতিহ্যের এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ ভূত, যে ভূতকে কোনো রাষ্ট্রশক্তি, কোনো সেন্সরশিপ বা কোনো মৃত্যু কখনোই পিছু ছাড়াতে পারবে না। তাঁর এই শূন্যতা বাংলা চলচ্চিত্রের এমন এক ক্ষত, যা হয়তো কখনও নিরাময় হবে না, কিন্তু তাঁর অদৃশ্য উপস্থিতি আমাদের বারংবার মনে করিয়ে দেবে যে, শিল্পের কোনো মৃত্যু নেই।

চর্চাবাসর ১৭২

বাংলা শব্দ 'চন্দ্রগ্রহণ' সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত একটি যৌগিক শব্দ, যা দুটি স্বতন্ত্র শব্দকে একত্রিত করে যা চন্দ্রগ্রহণের জ্যোতির্বিদ্যাগত ঘটনা বর্ণনা করে। চন্দ্র (চন্দ্র) সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'চাঁদ'। গ্রহন (গ্রহণ) সংস্কৃত মূল শব্দ গ্রহ (গ্রহ) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'ধরে নেওয়া,' 'গ্রহণ করা,' 'ধরা', অথবা 'গিলে ফেলা'।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

১০ জুন মালদায় প্রশাসনিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

একইসঙ্গে চার জেলা নিয়ে বৈঠকের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নতুন সরকার গঠনের পর প্রথমবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মালদায় আসছেন শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ১০ জুন মালদা এসে প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি বিভিন্ন দলের জনপ্রতিনিধিদের নিয়েও আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার এমনটা জানিয়েছেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। তিনি জানিয়েছেন, ওই দিনের মুখ্যমন্ত্রী সফরে মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। পাশাপাশি চার জেলার জনপ্রতিনিধি, বিধায়ক, সাংসদ এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধিদেরও উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও সরকারিভাবে এখনও বৈঠকের নির্দিষ্ট স্থান ঘোষণা করা হয়নি।

উত্তর মালদা বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করছেন, সরকারি আধিকারিকদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করছেন এবং সাধারণ মানুষের সমস্যার কথাও শুনছেন। সরকারের এই প্রশাসনিক তৎপরতা জেলার উন্নয়ন ও জনসংযোগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।' এছাড়াও সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ রোধ এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজও জোরকদমে এগিয়ে চলছে বলে দাবি করা হয়েছে। সরকারের পূর্বঘোষিত সংকল্প অনুযায়ী উন্নয়ন ও নিরাপত্তার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশাসনিক বৈঠকে সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের জনপ্রতিনিধিদের একসঙ্গে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলেও বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে।

বালুরঘাটে বিধায়কের কার্যালয় উদ্বোধনে সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট: বালুরঘাটের রাজনৈতিক ও সামাজিক বৃত্তে বৃহস্পতিবার এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হল। ৩৯ নম্বর বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়ের নতুন বিধায়ক কার্যালয়ের উদ্বোধন হল এদিন। বালুরঘাট পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত উত্তর চকভবানী এলাকায় বিধায়কের নিজস্ব বাসভবনেই এই নতুন কার্যালয়টি গড়ে তোলা হয়েছে। ফিতে কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে এই কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ করা যায়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী রুদ্র মহারাজ। এছাড়াও জেলা বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী-সহ দলের জেলা ও শহর স্তরের একঝাঁক প্রথম সারির নেতৃত্ব ও অগণিত সমর্থক এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। নতুন কার্যালয়ের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বলতে গিয়ে বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় জানান, এলাকার আমজনতার সুবিধার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দারা যাতে খুব সহজেই তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা, অভাব-অভিযোগ এবং সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ করতে পারেন, তার

জন্যই এই কার্যালয়। এখন থেকে নিয়মিতভাবে এখান থেকেই যাবতীয় জনমুখী কাজকর্ম পরিচালিত হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। অন্যদিকে, বিধায়ককে শুভেচ্ছা জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'বালুরঘাট শহরের প্রবেশদ্বারে এই কার্যালয়টি গড়ে ওঠায় সাধারণ মানুষের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সুগম হবে।' তিনি আরও মনে করিয়ে দেন যে, শহরের অপর প্রান্তে সাংসদের কার্যালয়ও সচল রয়েছে। ফলে একদিকে বিধায়কের কার্যালয় এবং অন্যদিকে সাংসদের কার্যালয়, এই দুইয়ের মেলবন্ধনে বালুরঘাটের সাধারণ মানুষ যে আরও দ্রুত ও সহজে জনপ্রতিনিধিদের পরিষেবা পাবেন, সেই আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

আরামবাগে গ্রিন সিটি দুর্নীতি মামলায় ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ পুরসভার গ্রিন সিটি প্রকল্পের দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত তিন জনকে চুঁচুড়া আদালতে তোলা হল। ধৃতরা হলেন আরামবাগ পুরসভার সরকারি কর্মী কৌস্তুভ মুখোপাধ্যায়, মানস কুণ্ডু ও ঠিকাদার স্বর্ণাভ। যদিও এখনও মূল অভিযুক্ত আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী অধরা। পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্রুত তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। উল্লেখ্য, আরামবাগ পুরসভার গ্রিন সিটি প্রকল্পে প্রায় সাত কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। অভিযোগ, গ্রিন সিটি প্রকল্পে আরামবাগ পুরসভার আগের বোর্ডের আমলে কোটি কোটি টাকা নয়ছয় হয়। তৎকালীন তৃণমূলের সময়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন স্বপন নন্দী। বর্তমানে আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান রয়েছেন সমীর ভাণ্ডারী। তিনি এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি। জানা গিয়েছে, বর্তমান আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারী গ্রিন সিটি প্রকল্পে দুর্নীতির তদন্ত চেয়ে আরামবাগ থানায় অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই আরামবাগ থানার পুলিশ তিন জনকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে তোলে। এই বিষয়ে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত

বাগ বলেন, 'অবাধ দুর্নীতির জন্য ওই তিন জন গ্রেপ্তার হয়েছে। সেই সময় আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী। তাঁর তত্ত্বাবধানে টাকা লুঠ হয়েছে। এই দুর্নীতির মাস্টার মাইন্ড স্বপন নন্দীকে জেলের ভিতর দেখতে চাই। পুলিশকে বলবো দ্রুত গ্রেপ্তার করা হোক।' অপরদিকে আরামবাগের সিপিএম নেতা পুর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'গ্রিন সিটি প্রকল্পের দুর্নীতি নিয়ে আমরা ২০২৪ সালে ডেপুটেশন দিয়েছি। এতদিন কেন অভিযোগ হয়নি। জনগণের টাকা উদ্ধার হওয়া দরকার।' সবমিলিয়ে মূল অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশ।

হাকিমপুর সীমান্তে ভিড় জমছে বাংলাদেশিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: গত ৭২ ঘণ্টায় সীমান্তে সাড়ে তিনশো জন বাংলাদেশি এসেছে। এরমধ্যে প্রায় ২৫০ জনকে স্বরূপনগর ও বাদুড়িয়ায় 'পথের সাথী' নামে সরকারি গেস্ট হাউজের হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কড়া নির্দেশের পর অবৈধ বসবাসকারী বাংলাদেশিদের দেশে ফেরার হিড়িক জমেছে। সেই ছবি দিনে দিনে পাল্টাচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাকিমপুর সীমান্তে। আজও ১০০-র বেশি বাংলাদেশি ভিড় জমিয়েছে দেশে ফেরার অপেক্ষায়। ইতিমধ্যে কড়া নির্দেশের পর ২৫০ জনকে হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছে, কারণ বিএসএফ ও জেলা প্রশাসন তথ্য যাচাই করছে তাদের নাম সঠিক আছে কিনা। তাদের মধ্যে অনেকেরই বাংলাদেশে এক নাম আর ভারতে আরেক নাম, ফলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা তারা কিভাবে পেতো, সেটাও তারা বলছেন। এই সব বাংলাদেশিরা কেউ দু'বছর, তিন বছর, কেউ পাঁচ বছরে এমনকী দশ বছর আগে উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে, কখনও জলপথে, স্থলপথে দালাল মারফত মোটা অর্থ দিয়ে এদেশে ঢুকেছেন এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা নিয়েছেন, যা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং এদেশের নাগরিকদের 'হক' বঞ্চিত করে, তাঁরা এই সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন। এবারই চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে উপযুক্ত নথিপত্র যাচাই করে। বিজেপির সঙ্গে বিএসএফের বৈঠকের পর তাদেরকে বাংলাদেশে পাঠানো হবে। এখনও পর্যন্ত তাদেরকে হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছে। সেখানে যেমন একদিকে স্বাস্থ্য, অন্যদিকে খাবার, নিরাপত্তা সবটাই আন্তর্জাতিক আইন মেনে সেগুলো করা হচ্ছে। যাতে দেশে ফেরার আগে কেউ অসুস্থ বা নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে।

চন্দ্রকোনায় শুরু অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের ফর্ম বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়েছে অন্নপূর্ণা প্রকল্পের ফর্ম বিলির কাজ। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য বিডিও অফিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন পঞ্চায়েত অফিসে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে, যাতে সহজেই ফর্ম পূরণ করা যায়। এছাড়াও বিধায়কের কার্যালয়েও ফর্ম ফিলাপের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা থাকবে বলে জানান বিধায়ক। জানা গিয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পৌর এলাকায় পুরসভা থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে স্থানান্তরের জন্য তিন মাস সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে আগামী এক মাসের মধ্যেই অধিকাংশ কাজ সম্পূর্ণ হবে বলেই আশাবাদী বিধায়ক সুকান্ত দোলুই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত দোলুই, চন্দ্রকোনা ২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক উৎপল পাইক-সহ অন্যান্যরা।

কেন্দ্রীয় নির্দেশে বিজেপিতে তৃণমূলের নো এন্ট্রি: সৌমিত্র খাঁ

মিডিয়ায় মত প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা বিজেপি নেতাদের

মৃণালজিৎ গোস্বামী

বীরভূম: বীরভূমে তৃণমূল নেতাদের বিজেপিতে যোগ দেওয়া এখন দূরস্ত। বিজেপির কেন্দ্রীয় টিমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রাজ্যে তৃণমূল নেতাদের বিজেপিতে যোগদান বন্ধ আছে। বীরভূমে এসে ফের জানালেন বীরভূমের পর্যবেক্ষক তথা বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। শুধু তাই নয় বিজেপি এখন রাজ্যে ক্ষমতায় সরকারপক্ষে। তাই বিজেপির সাধারণ নেতা, কর্মীদের কোনও খবর প্রকাশ্যে আনা বা মিডিয়ার সামনে মুখ খোলা বরদাস্ত করা হবে না। জেলার কোর টিম ও সাংগঠনিক জেলার সভাপতিরা ছাড়া মিডিয়ার সামনে কেউ মুখ খুললে, তাঁকে শোকজ করা হবে। বৃহস্পতিবার বিকেলে বোলপুর সংগঠনিক জেলার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান সৌমিত্র খাঁ। কোনও নেতা, কর্মী তাদের নিজস্ব বক্তব্য রাখবেন না, পার্টির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। বোলপুরে বুধবার বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার শম্ভুনাথ রায় ও বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের বাদানুবাদ প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'কোর টিম এবং সভাপতি তাঁদের কাছে বিষয়টি জানতে চাইবেন। যথাযথ উত্তর না পেলে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।' বৃহস্পতিবার সকালে সিউড়িতে কোর কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে আসেন বীরভূমের পর্যবেক্ষক তথা বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খা। প্রথমে তিনি জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করেন। তারপর সাংবাদিকদের মুখে ামুখি হয়ে তিনি বলেন, 'বীরভূমে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে। বীরভূমের মানুষ আশীর্বাদ করেছেন। বীরভূম জেলা পুলিশ প্রশাসন যেভাবে শান্ত রেখেছে বীরভূমকে, তাই ধন্যবাদ জানিয়ে এসেছি জেলা পুলিশ সুপারকে।' ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে যেভাবে একের পর এক তৃণমূল নেতা,

প্রধান বা উপপ্রধান গ্রেপ্তার হচ্ছেন সেই প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ বলেন, 'এটা তাদের কৃতকর্মের ফল। ২০২১ ভোট পরবর্তী হিংসা ও ২০২৪-এ মানুষকে যেভাবে ওরা অত্যাচার করেছে, তাতে সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত ছিল। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সাধারণ মানুষ ভয় দূরে সরিয়ে, ভরসা পেয়ে সাহস করে তৃণমূলের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে থানায় গেছেন অভিযোগ দায়ের করেছেন। আইন আইনের পথেই চলবে।'

বেনোজল মাপবে সরকার

অন্নপূর্ণা হোক যোগ্যরাই, চান বাঁকুড়ার মহিলারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা গরীব খেটে খাওয়া মহিলাদেরই পাওয়া উচিৎ। লক্ষ্মীর পাশাপাশি গণেশ, মহাদেব, দুর্গা ও কালী সকলকে তুষ্ঠ করতে নৈবেদ্য দেওয়া হলে তা আর লক্ষ্মীদের ভাণ্ডার থাকে না। যেমন মুড়ি আর মুড়কির এক দাম হওয়া উচিৎ নয়। মুড়ি-মুড়কি সমান হলে অচলাবস্থা সৃষ্টি হবেই। এরাজ্যে এতদিন সেটাই হয়ে এসেছে। বাঁকুড়ার গোপীনাথপুরে শামুক, চুনোমাছ ও কাঁকড়া বিক্রি করতে আসা তুসু রায় ও মেনকা বাউড়ি এভাবেই লক্ষ্মী ভাণ্ডার নিয়ে মত প্রকাশ করেন। লক্ষ্মী ভাণ্ডার তাদের মত গরীব মহিলাদের জন্য নয়, চালু করা হয়েছিল ভোটে জেতার লক্ষ্য নিয়ে। তাই আবেদন করেও তাদের মত গরীব বাড়ির অনেক মহিলা লক্ষ্মী হওয়ার সুযোগ পাননি। অথচ যে সব মহিলারা দোতলা বাড়িতে থাকেন স্বামী ও সন্তানেরা ভাল রোজগার করেন এবং তাদের বাড়িতে আমাদের মত গরীব মহিলারা কাজ করেন, তাও তাঁরা লক্ষ্মী হয়ে গেছেন। তাই তাঁরা চান, অন্নপূর্ণা যোজনা লক্ষ্মী ভাণ্ডারের নকল যেন না হয়। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, অন্নপূর্ণা যোজনায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের তুলনায় দ্বিগুণ টাকা মিলবে। তবে তার জন্য সকলকেই নতুন করে আবেদন করতে হবে। নতুন সরকারে এই ঘোষণায় সাধারণ ও গরীব বাড়ির মহিলারা খুশি। কাঞ্চনপুর এলাকা থেকে কাঁচা শালপাতা ও চুন নিয়ে বাঁকুড়া শহরের স্টেশন রোড ও চকবাজার এলাকায় বিক্রি করতে আসা লতিকা বাউড়ি ও শোভা হেমব্রমেরও একই দাবি। তাদের দাবি, অনেক উচ্চবিত্ত এমনকি চাকুরিজীবী পরিবারের মহিলারাও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেয়ে আসছিলেন। সেই টাকা তাদের কাছে তেমন প্রয়োজনীয় নয়। অথচ দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে আবেদন করেও তাঁরা লক্ষ্মী হতে পারেন নি। তাদের বক্তব্য, এবার নতুন আবেদন যাচাই করে যাদের ওই ৩ হাজার টাকা অত্যন্ত প্রয়োজন বা প্রকৃত প্রাপকেরাই যেন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পান তা সুনিশ্চিত করা দরকার। তবে নতুন সরকার ঘোষণা করেছে, যারা সরকারি, আধা সরকারি চাকরি বা শিক্ষকতা করেন বা আয়কর দেন, তাঁরা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা পাবেন না। এই ঘোষণাতে তারাও খুশি। জুনবেদিয়ার প্রভাতী লোহার জানান, তাঁর স্বামী রাজমিস্ত্রীর যোগাড়ের কাজ করেন। তাঁর তো আয় বেশি নয়। নিয়মিত কাজও পান না। তাই এই ৩ হাজার টাকা পেলে তার পরিবারের খুবই সুবিধা হবে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ও রান্নার কাজে লাগবে এই টাকা। নতুন সরকার তিন হাজার টাকা দিলে স্বামীর পাশে দাঁড়াতে পারবে সে। মনোহরতলার বাসিন্দা শান্তিলতা দাস ও লতিকা দাস বলেন, তারা লোকের দুয়ারে খেটে খান। এটা তো তাদের প্রাপ্য। সেটা দেখা উচিৎ। বিরোধী দলের সমর্থক হওয়ায় দুয়ারে ক্যাম্পে গিয়েও আবেদন করতে পারেননি। সেখানে থাকা মহিলাদের বক্তব্য, অনেকের অনেক সম্পত্তি ও ভাল আয়ের সুযোগ আছে, বিপিএল কার্ডও আছে, আবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও পাচ্ছিলেন। অনেক বাড়িতে একাধিক সরকারি কর্মচারী থাকা সত্বেও তাদের স্ত্রীরা লক্ষ্মী ভান্ডার পাচ্ছে। এগুলো ছাঁটাই হওয়া দরকার। যাঁরা যোগ্য শুধু তাঁরাই অন্নপূর্ণা হোক এটা তারাই চান।

SKIPPER

স্কিপার লিমিটেড
CIN: L40104WB1981PLC033408
৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৩১/৩২, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com ওয়েবসাইট: www.skipperlimited.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির দাবিহীন লভ্যাংশ এবং ইক্যুইটি শেয়ার ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড-এ (আইইপিএফ) হস্তান্তর

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১২৪ (৫) এবং ধারা ১২৪ (৬)-এর বিধানাবলী এবং সংশোধিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ (হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষা, হস্তান্তর এবং ফেরত) বিধিমালা, ২০১৬ ("বিধিমালা") অনুসারে, কোম্পানিকে পরপর সাত বছর ধরে অপ্রদেয়/দাবিহীন থাকা লভ্যাংশ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) হস্তান্তর করতে হবে। যে সকল ইক্যুইটি শেয়ারের লভ্যাংশ পরপর সাত বছর ধরে দাবিহীন ছিল, সেগুলিও আইইপিএফ-এ হস্তান্তর করা হবে।
বিধিমালা মেনে, কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পৃথকভাবে যোগাযোগ করেছে, যাদের লভ্যাংশ পরপর সাত বছর ধরে দাবিহীন রয়েছে এবং যাদের ইক্যুইটি শেয়ার আইইপিএফ-এ হস্তান্তরযোগ্য। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com-এ দেওয়া আছে।
শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, দাবিহীন লভ্যাংশের অর্থ দাবি করার জন্য, উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র **২০ আগস্ট ২০২৬** তারিখ বা তার পূর্বে কোম্পানি / কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে প্রেরণ করুন। শেয়ারহোল্ডারের পক্ষ থেকে কোনো বৈধ দাবি প্রাপ্ত না হলে, কোম্পানি নিয়মের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই উক্ত শেয়ারগুলি আইইপিএফ-এ হস্তান্তর করবে। এইভাবে আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত ইক্যুইটি শেয়ারগুলির জন্য কোম্পানি বা কোম্পানির আরটিএ-এর বিরুদ্ধে কোনো দাবি করা যাবে না। এছাড়াও, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, যে সকল শেয়ারহোল্ডারের **২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের** লভ্যাংশের অর্থ উক্ত তারিখের মধ্যে দাবি করা না হলে, তা আইইপিএফ-এ হস্তান্তর করা হবে।
উপরে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনো বৈধ দাবি না পাওয়া গেলে, কোম্পানি বিধিমালায় নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যে, আইইপিএফ বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে কর্পোরেট পদক্ষেপের মাধ্যমে শেয়ারগুলি (ফিজিক্যাল এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজড উভয় রূপে) আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উক্ত বিধিমালা অনুসারে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত অদাবিকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ এবং শেয়ারের জন্য কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো দাবি করা যাবে না। এই ধরনের শেয়ারের উপর প্রাপ্য সমস্ত সুবিধাও বিধিমালা মেনে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
এই বিষয়ে যেকোনো তথ্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ investor.relations@skipperlimited.com-এ কোম্পানিকে চিঠি লিখতে পারেন অথবা কোম্পানির আরটিএ- মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০ ০০১, টেলিফোন-০৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮, ই-মেইল contact@mdplcorporate.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

স্কিপার লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
(কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.০৫.২০২৬

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
প্রতীকী দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) এর সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল),** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) **(১) এআর এন্টারপ্রাইজেস (২) মহম্মদ আখতার (৩) রেহানা খাতুন,** ৪/এইচ/৬ কনভেন্ট লেন কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৫ **(৪) নাফিসা আনসারি (৫) হাশিমুদ্দিন আনসারি** ১১/ডি রাধানাথ চৌধুরি রোড ট্যাংরা কলকাতা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৫ যারা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিল নিম্নে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **আইএনআর ২৯,০৮,৮৪৪ টাকা (উনত্রিশ লাখ আট হাজার আটশ চুয়াল্লিশ টাকা) ০৫.০২.২০২৬ অনুযায়ী** বকেয়া চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৩ মে ২০২৬** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে। ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড-এর নিকট বকেয়া **আইএনআর ২৯,০৮,৮৪৪ টাকা (উনত্রিশ লাখ আট হাজার আটশ চুয়াল্লিশ টাকা) ০৫.০২.২০২৬ অনুযায়ী** বকেয়া চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, মূল্য, ব্যয় ইত্যাদি সহ অ্যাক্সিস ফিনান্স লি নিকট সম্পূর্ণ পরিশোধ বা উশুল হওয়া পর্যন্ত। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) এবং উপধারা (১৩) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির বিস্তারিত -
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাটের পরিমাপ আনুমানিক ৫৯৮ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) সমপরিমাপ ৭৯৭ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) একতলায় ভবনে নির্মিত জমির প্লট পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ১০ বর্গফুট অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ১০৪বি, দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড, কলকাতা- ৭০০০১৫, থানা : এন্টালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরসভা ওয়ার্ড নং ৫৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে : ১২ চওড়া দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড। পশ্চিমে : ১০৪এ, দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড। উত্তরে : দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড। দক্ষিণে : ১০৪সি, দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড।

তারিখ : ২৩.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন : (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭ ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২ ইমেল : sbi.15196@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (রুল ৮(১)

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **১১.০২.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী রজত শুভ্র চৌধুরি, পিতা তারক নাথ চৌধুরি এবং শ্রীমতী পৃথা চৌধুরি স্বামী রজত শুভ্র চৌধুরি ফ্ল্যাট নং এ, ৫ম তল, 'সুসরি আবাসন', পশ্চিম ঘোষ পাড়া রোড, থানা নোয়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩১৪৪** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২৩,১৯,৭৯৮.৪৭ টাকা (তেইশ লাখ উনিশ হাজার সাতশ আটানব্বই টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা) ১১.০২.২০২৬ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২২ মে ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **২৩,১৯,৭৯৮.৪৭ টাকা (তেইশ লাখ উনিশ হাজার সাতশ আটানব্বই টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা) ১১.০২.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে পূর্বের ইস্যুকৃত সকল নোটিশ প্রত্যাহার এবং বাতিল করা হল।

সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট উল্লেখ্য নং "এ", পাঁচতলায় বহুতল ভবনে নাম সুশ্রী আবাসন, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপ ৭৫৮ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন/ডাইনিং। ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি এবং ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তি জমির যথাযথ ভাগ অংশ মোট জমির পরিমাপ ১১ কাঠা ৪ ছটাক ১১ বর্গফুট, অবস্থিত মৌজা- নোয়াপাড়া, জেএল নং ২ তৌজি নং ২৪৬০-২৪৬১,আরএস দাগ নং ৬১২, এলআর দাগ নং ২৮২৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৬২, এলআর খতিয়ান নং ৭১১৭, উত্তর বারাকপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪, হোল্ডিং নং ১৪৬২, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআরও বারাকপুর অধিক্ষেত্রে এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ **চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা জায়গা। দক্ষিণে : অন্যান্য ফ্ল্যাট এবং সিঁড়ি। পূর্বে : খোলা জায়গা। পশ্চিমে : অন্যান্য ফ্ল্যাট এবং লিফট।
সম্পত্তি **শ্রী রজত শুভ্র চৌধুরী** এবং **শ্রীমতি পৃথা চৌধুরী** এর নামে **উল্লেখ্য দলিল নং ১৫০৫০০৭২১-২০২০ সালের** নথিভুক্ত বুক -১, ভল্যুম নং ১৫০৫-২০২০, পৃষ্ঠা ২৮২৪৭ তেকে ২৮২৭৯, এডিএসআর অফিস বারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ : ২২.০৫.২০২৬
স্থান : ঘোষপাড়া, নোয়াপাড়া
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
১২ তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ইমেল আইডি - sbi.05171@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

অ্যাকাউন্ট নাম : মেসার্স দীপক ট্রেডিং কোম্পানি
সিআইএফ নং : ৯১৪৮৯৭২১২২৪, অ্যাকাউন্টন নং : ৪৩১০২৭৫০২৩৩ (সিসি)

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা, অফিস - জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, ১২তম তল, কলকাতা - ৭০০০৭১ নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **১৯.১২.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী দীপক কুমার শাউ (স্বত্বাধিকারী মেসার্স দীপক ট্রেডিং কোম্পানি) পিতা শ্রী শম্ভু নাথ শাউ,** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩,১২,০৫,৫৫৩.৯০ টাকা (তিন কোটি বারো লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশ তিপান্ন টাকা এবং নব্বই পয়সা) ১৯.১২.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ২০.১২.২০২৫ থেকে কার্যকর ভাবে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৭ মে ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া **৩,১২,০৫,৫৫৩.৯০ টাকা (তিন কোটি বারো লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশ তিপান্ন টাকা এবং নব্বই পয়সা) ১৯.১২.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ২০.১২.২০২৫ থেকে কার্যকর ভাবে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির মালিক : শ্রী দীপক কুমার, পিতা শ্রী শম্ভু নাথ শাউ।
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক হল মালিক শ্রী দীপক কুমার শাউ (স্বত্বাধিকারী) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩৮৩৫ বর্গফুট এবং কার্পেট এরিয়া ৩০৪৩ বর্গফুট কমবেশি দোতলায়, আরএস দাগ নং ৭৪২২, ৭৪২৩, আরএস খতিয়ান নং ৫২৭/১, এলআর দাগ নং ৪৯৬০, ৪৯৬১, এলআর খতিয়ান নং ৯০০৭,৯০০৮, তৌজি নং ১৬৭, আরএস নং ৯৫৩, হোল্ডিং নং ১৪৯/এম, জি টি রোড, ওয়ার্ড নং ১৯, বৈদ্যবাটী পুরসভা অধীন, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। **হস্তান্তর দলিল নং ১৯০৩০২৯২২ -২০২৪ সালের তারিখ ২০.০৪.২০২৪, চৌহদ্দি : উত্তরে প্লট নং এ-১৩, আরএস দাগ নং ৭৪২৩। দক্ষিণে : অংশত প্লট নং এ-৩ এবং ১০ ফুট চওড়া রোড। পূর্বে : প্লট নং এ-১৬, বাকি আরএস দাগ নং ৭৪২৪। পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৭৪৩৬, ৭৪৩৮।**

তারিখ : ২৭.০৫.২০২৬ স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুব্রত সাহা, ইমেল আইডি ঃ clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭

পরিশিষ্ট - ৪এ
[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৯.০৬.২০২৬
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত অস্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৯.০৬.২০২৬** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **১৪,৮৫,০০,০০০ টাকা (চোদ্দ কোটি পঁচাশি লাখ টাকা) টাকা এবং ২২.১১.২০১৬ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ সহ** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন** প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস গোদরেজ ওয়াটারসাইড, স্যুট - ৪০৩, ব্লক-ডিপি, সেক্টর - ৫, সল্টলেক সিটি কলকাতা - ৭০০০৯১ **এবং জামিনদাতাগণ ১) সন্দীপ গয়াল,** ঠিকানা - ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ **২) শ্রী বরুণ গয়াল (ডিরেক্টর)** ৬৩/২, মোহল্লা পাঠানা, হিসার, হরিয়ানা - ১২৫০০১, **৩) অঞ্জনি গয়াল,** ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ ৪) **শ্রী রমন গয়াল (ডিরেক্টর)** ৬১২, ওয়ার্ড নং ০৪, মোরি গেট চক, হিসার, হরিয়ানা - ১২৫০০১ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১২.০৬.২০২৬ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত প্রেমিসেস নং ১০৫ এবং ১০৬, ২য়তল, মিত্তাল কমার্শিয়াল প্রেমিসেস কো অপারেটিভ সোসাইটি, সি টি এস নং ১৬২৯, গ্রাম : মারল, আন্ধেরী (পূর্ব) মুম্বই পরিমাপ ১৪৯.২০ বর্গ মিটার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, এবং দুই ঢাকা কার পার্কিং স্পেস, সম্পত্তি **সানরাইজ মার্চেন্ডাইস প্রা লি** এর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি **বিক্রয় দলিল নং ৭৬৯৯ তারিখ ১৭.০৭.২০১০,** এসআরও আন্ধেরী নং ৩, মুম্বই।	৩,৬১,০০,০০০.০০ টাকা	৩৬,১০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ২৯.০৫.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ১৫.০৬.২০২৬ তারিখে, ২,২১,৯৬,০২০ টাকা (দুই কোটি একুশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার কুড়ি টাকা) ০৫.০৫.২০২৬ অনুযায়ী [দাবি নোটিশ তারিখ ২৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর ২,০৭,৩৩,১৯৮ টাকা (দুই কোটি সাত লাখ তেত্রিশ হাজার একশ আটানব্বই টাকা)** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) ছাপ্পান ভোগ (২) রাঘব শরাফ এবং (৩) রশমি শরাফ-এর** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
১. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট ৬এ, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, দক্ষিণ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫৬ বর্গফুট।
চৌহদ্দি :
উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি।
দক্ষিণে : ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি।
পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া চলার পথ।
পশ্চিমে : ২৮বি-শেক্সপিয়ার সরণি।
২. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট এসআর৭, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, দক্ষিণ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০১৭ , বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৮ বর্গফুট।
চৌহদ্দি :
উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি।
দক্ষিণে : ২৮বি, শেক্সপিয়ারক সরণি।
পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া চলার পথ।
পশ্চিমে : ২৮বি-শেক্সপিয়ার সরণি।
৩. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট এসআর৭, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, দক্ষিণ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ৩০৯ বর্গফুট।
চৌহদ্দি :
উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি।
দক্ষিণে : ২৮বি, শেক্সপিয়ারক সরণি।
পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া চলার পথ।
পশ্চিমে : ২৮বি-শেক্সপিয়ার সরণি।

তপশিল -২ :
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/সমূহের বিবরণ	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	১৫.০৬.২০২৬ সময় : সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	১২.০৬.২০২৬ বিকেল ৪ টার মধ্যে
সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ১,৫৯,৯৭,৫৫৬ (এক কোটি উনষাট লাখ সাতানব্বই হাজার পাঁচশ ছাপান্ন) টাকা। *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি(সমূহ) বিক্রি হবে না।	
বায়না জমা দাখিল (আর পি এর ১০ শতাংশ) : ১৫,৯৯,৭৫৫ (পনের লাখ নিরানব্বই হাজার সাতশ পঞ্চান্ন টাকা)।	
ডাক বর্ধিত করণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা।	
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য, মো : ৯৮১১৭১০৫৫৮	

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : https://www.auction.infolarge.com" এবং www.axisfinance.in।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।
সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ২৮.০৫.২০২৬
স্থান : নিউ দিল্লি
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

তারাপীঠে মায়ের আরাধনায় মন্ত্রী ক্ষুদিরাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: তারাপীঠে পুজো দিলেন আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু, সঙ্গে ছিলেন রামপুরহাটের বিধায়ক ধ্রুব সাহা। সাধারণ মানুষের জন্য ভালোভাবে কাজ করার আশীর্বাদ চেয়েছেন মা তারার কাছে। ডবল ইঞ্জিন সরকার গঠিত হয়েছে। উন্নয়নের কাজ তাঁরা ভালোভাবেই করে দেখিয়ে দেবেন বলে আশাবাদী মন্ত্রী। তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'দুর্নীতিতে তারা রাজ্যকে ডুবিয়ে দিয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জুন মাস থেকেই সাধারণ গরীব মানুষের জন্য সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প চালু করে দেবেন। বাংলার মানুষ শীঘ্রই ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল দেখতে পাবেন।

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড

CIN: L65993WB1970PLC027781

রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (৯ম তল), কলকাতা- ৭০০০১৬

ফোন নং (০৩৩) ২২৮৭ - ৯৩৫৯/৯৩৬০ ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৭ - ২০৪৭

ই-মেল : unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.unitedcreditltd.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

[লক্ষ টাকায় (ইপিএস ব্যতীত)]

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৬ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৬ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৫ নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	৮৩.০৪	৩১০.৬৫	৮০.৬৪
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফাপূর্ব)	২৭.৬৯	১০৮.৮২	(০.৬১)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	২৭.৬৯	১০৮.৮২	(০.৬১)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	২১.৭২	৮৫.৬৭	৪.৯১
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	২৫.২৮	৮৭.৬৭	২.৮৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো		২,৫৩৬.২৭	
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :			
	১. মৌলিক	০.৪১	১.৬১	০.০৯
	২. মিশ্রিত	০.৪১	১.৬১	০.০৯

দ্রষ্টব্য :

ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১.০৩.২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ।

খ) নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unitedcreditltd.com -তেও।

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৮ মে, ২০২৬

বোর্ডের আদেশক্রমে
(এ. কে. ডাবরিওয়ালা)
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00024498

তৃণমূল পুরপ্রধানদের পাশে নিয়ে অন্নপূর্ণার ফর্ম বিলি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিজেপির লোক প্রশাসনে ঢুকবে না,উত্তরপাড়া ও কোন্নগরে তৃণমূল চেয়ারম্যানদের পাশে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে ফর্ম বিতরণ শুরু করলেন বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের কাজ। পুরসভা থেকেও অফলাইনে ফর্ম বিলির কাজ চালু করলেন বিধায়ক। কোন্নগর পুরসভার ঠিক কোন কোন জায়গায় এই ফর্ম পাওয়া যাবে তা বৃহস্পতিবার ঠিক করা হয়। পাশাপাশি চেয়ারম্যানকে ফর্ম বিলির ক্ষেত্রে বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দেন বিধায়ক। দলীয় কোন কর্মীকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের কাজে নিয়োগ করা যাবে না বলেও বার্তা দেন তিনি।

বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হৃদয়পুর

আক্রান্ত বারাসাত সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বিজেপির বিধায়ক ও জেলা সভাপতির গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তাল বারাসাত। অভিযোগ, বারাসাতের বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জির অনুগামীদের হাতে নিদারুণভাবে আক্রান্ত বারাসাত সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি রাজীব পোদ্দার। তাঁকে রড, শোড দিয়ে আক্রমণ করার অভিযোগ উঠেছে। প্রথমে বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালে, অবস্থার অবনতি হওয়াতে পরে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সদর বারাসাতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জেলা সভাপতি রাজীব পোদ্দারের ওপর হামলা হতে পারে, এই আশঙ্কা আগেই ছিল। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজীব পোদ্দারকে আক্রমণের ছক তৈরি করা হয়েছিল বলে রটে গিয়েছিল। অবশেষে সেই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হল। বারাসাতে শঙ্কর চ্যাটার্জিকে প্রার্থী করা নিয়ে বিজেপির অন্দরেই অসন্তোষ ছিল। তার জয়ের পরেই দলের মধ্যেই বিভাজন শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে বারাসাত সাংগঠনিক জেলায় ৭টি বিধানসভার আসনের মধ্যে ৫টিতে বিজেপি জয় পাওয়াতে দলের অন্দরে জেলা সভাপতি রাজীর পোদ্দারের প্রভাব বাড়ছিল। এটা মেনে নিতে পারছিল না বিধায়ক ঘনিষ্ঠ বিজেপিরা। জয়ের পর নব্য বিজেপিরা বিধায়কের দিকে ভিড় জমাতে থাকে। ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফোন করে ধমকি, হুমকি দুর্নীতিগ্রস্থ বিরোধী দলগুলির নেতাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক চলছিল নব্য বিজেপিদের হাত ধরে। শুধু তাই নয়, গ্রেপ্তার হওয়া দুর্নীতিগ্রস্থ নেতাদের লঘু ধারা দেওয়ার জন্য বারাসাতের বিধায়ক ঘনিষ্ঠরা পুলিশের কাছে দরবার করার মত অভিযোগও উঠছিল। সেটা সভাপতি হিসেবে মেনে নিতে পারছিল না আরএসএস করা রাজীব পোদ্দার। তারই ফল ভুগতে হল সভাপতিকে বলে দলের অন্দরেই শোনা যাচ্ছে। পরিকল্পিত ভাবে তার উপর আক্রমণ করা হয়েছে বলে দাবি আরএসএস করা বিজেপি কর্মীদের।

বুধবার মধ্যরাতে আদি ও নব্য বিজেপির এই মারামারিতে উত্তাল বারাসাত। অভিযোগ উঠেছে পুলিশ দেরিতে আসার কারণে বিজেপির জেলা সভাপতি আক্রান্ত হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত হৃদয়পুর থেকে। স্থানীয় একটি ক্লাব দখলকে কেন্দ্র করে হৃদয়পুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি হয়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হয় বেশ কয়েকজন। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর উত্তেজিত নব্য বিজেপি, বারাসাত জেলার বিজেপির জেলা সভাপতি রাজীব পোদ্দারের বাড়িতে গিয়ে হামলা করে। তাকে বেধরক মারধর করে। এই ঘটনায় পুলিশ দুই পক্ষের ৯ জনকে আটক করেছে। আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন।

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L01222WB1983PLC059695

রেজিঃ অফিস : আরিহান্ট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ৫৩এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন নং: (০৩৩) ৪০৪১ ৬৬৬৬, **ইমেল:** info@taiind.com

ওয়েবসাইট: www.taiind.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৬,১৬৪.৫৭	৪,০০৩.৭১	৬,০০৪.৪৭	১৫,৯৬৬.৫৭	২৮,২৫২.৯২
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফার পূর্বে)	৪.৭০	(৩৫.৮০)	৬.০৯	২৫.৮৯	১৬২.১৮
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফার পরে #)	৪.৭০	(৩৫.৮০)	৬.০৯	২৫.৮৯	১৬২.১৮
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফার পরে #)	৪.২৯	(৩০.১৫)	(১.০২)	৯.৫৫	১০৯.৫০
৫	সময়কালের জন্যমোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	(৫৩.৩১)	(২৮.৯৮)	(৩১.৪৬)	(৪৩.১০)	৬৪.৮৫
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ₹ ১০/-)	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে যেমন প্রদর্শিত	-	-	-	-	২,৩১৭.৪১
৮	শেয়ার প্রতি আয়(₹ ১০/- প্রতিটি) (চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) -					
	১. মৌলিক (₹)	০.০৭	(০.৫০)	(০.০২)	০.১৬	১.৮৩
	২. মিশ্রিত (₹)	০.০৭	(০.৫০)	(০.০২)	০.১৬	১.৮৩

দ্রষ্টব্য ঃ

ক) সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস উপরোক্তটি। ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.taiind.com-তেও পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২৮ মে, ২০২৬

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
রোহন ঘোষ
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
(DIN:- 00032965)

এলাকা ঘুরে সমস্যার কথা শুনলেন কালনার বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বৃহস্পতিবার দিনভর কালনার বিভিন্ন মন্দিরে ঘুরে এলাকার সমস্যা এবং মানুষের সাথে কথা বলে জনসংযোগ সারেন কালনা বিধানসভার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার। কালনা শহরের ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় অবস্থিত সমাজ বাড়ির অংশ অবৈধভাবে বিক্রি হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এদিন সেখানে হাজির হয়ে তিনি বলেন, অবৈধভাবে যারা দখল করে রয়েছে তাদের ব্যবস্থা নেবেন। তিনি প্রশাসনের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথাও বলবেন বলে জানিয়েছেন। একই সঙ্গে বাসিন্দারা সদানন্দ কালীবাড়ির পিছনে রাতের অন্ধকারে অসামাজিক কাজ হওয়ার অভিযোগ তোলেন। সেই বিষয়েও তিনি প্রশাসনকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন। সব শেষে তিনি আশ্বাস দেন, কোথাও কোনো দুর্নীতি হলে সেটা প্রশাসন কড়া হাতে মোকাবিলা করবে।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN - L45209WB1924PLC004969

নিবন্ধিত কার্যালয়: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৭

টেলিফোন: ০৩৩-২৩৪৯১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৩৫৯৬৪

ই-মেইল: secretarial.legal@simplexinfra.com, ওয়েবসাইট: www.simplexinfra.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড)

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড) এবং সেই সাথে কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন, ৠ এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৫২ অনুসরণে ২৮ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের নিজ নিজ সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফল এবং তৎসংলগ্ন সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিএসই (www.bseindia.com), এনএসই (www.nseindia.com), সিএসই (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com -এ উপলব্ধ রয়েছে। নিচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যাবে:

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮ মে, ২০২৬

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
এস. কে. ভট্টাচার্য
হোল-টাইম ডিরেক্টর এবং সিএফও
DIN: 00112844

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L32902WB1990PLC050020

রেজিস্টার্ড এবং কর্পোরেট অফিস: "ইকোস্টেশন", ব্লক-বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫, সুইট নং ৫০৪, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১, ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫ / +৯১ ৮৪২০০ ৪৭৮০১

ই-মেল : calcutta@acknitindia.com, ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫
মোট আয় কার্যাদি থেকে	৬৬৮৭.৮৪	২৪০৪২.৬১	৬৫৪৭.৩৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পূর্ব)	৪৮১.৩৪	১০৯১.৭০	৪২৫.৪৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী)	৩৬১.৪৪	৮১৮.৪১	৩১৬.০৯
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৩৭৬.৯৩	৮৩৩.৯০	৩১১.০৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০৪.০০	৩০৪.০০	৩০৪.০০
পূর্ব বর্ষের ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	৯,২১৩.৬৯	-
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)			
মৌলিক :	১১.৮৯	২৬.৯২	১০.৪০
মিশ্রিত :	১১.৮৯	২৬.৯২	১০.৪০

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.acknitindia.com)-তে পাওয়া যাবে।
২. উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ২৭.০৫.২০২৬ তারিখের সভায় অনুমোদিত।
৩. চলতি মেয়াদের আর্থিক বিবরণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে পূর্ববর্তী মেয়াদের পরিসংখ্যানসমূহকে পুনর্দলভুক্ত এবং পুনর্সাজজ্জিত করা হয়েছে।
৪. আর্থিক ফলাফল এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের স্বাধীন নিরীক্ষক প্রতিবেদন বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (https://www.acknitindia.com/i/financial-information)-এ পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৭.০৫.২০২৬

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
শ্রী কৃষাণ সরাফ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00128999

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড

CIN : L10400WB1907PLC001722

রেজিঃ অফিস ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০০২০

টেলি নং. ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭, ই-মেল: neelachalkolkata@gmail.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১-মার্চ-২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১. পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয় (নিট)	১৫.৫৩	১৫.৯১	১৪.৮৯	৬১.৪৭	৫৯.৪৭
২. উক্ত সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৩৫.২৪	৫.৯৯	৪.৭৪	৫৫.৭৮	২৪.৮১
৩. উক্ত সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর পূর্ব, ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৩৫.২৪	৫.৯৯	৪.৭৪	৫৫.৭৮	২৪.৮১
৪. কর পরবর্তী উক্ত সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ দফা পরবর্তী)	২৬.৮২	৪.৫১	৪.৭৪	৪২.৬৯	১৮.৯৭
৫. উক্ত সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী উক্ত সময়ের লাভ/(ক্ষতি) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য ব্যাপক আয়ের সমন্বয়ে গঠিত)	২৬.৮২	৪.৫১	৪.৭৪	৪২.৬৯	১৮.৯৭
৬. পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০ টাকা	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮
৭. অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১৪০.১৬	৯৭.৪৯
৮. শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) : (ক) অসাধারণ দফার আগে এবং পরে মূল ইপিএস (টাকা) (*বার্ষিকীকৃত নয়)	৮.৫২*	১.৪৩*	১.৫১ *	১৩.৫৬	৬.০৩
(খ) অসাধারণ দফার আগে এবং পরে মিশ্রিত ইপিএস (টাকা) (*বার্ষিকীকৃত নয়)	৮.৫২*	১.৪৩*	১.৫১ *	১৩.৫৬	৬.০৩

দ্রষ্টব্য ঃ

১. উপরিউক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলসমূহ অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ২৮ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের নিজ নিজ সভায় তা অনুমোদিত হয়েছে।
২. ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের ফলাফলসমূহ সংশোধিত এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টসস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("রেগুলেশন") -এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসরণে সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত হয়েছে।
৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন")-এর ধারা ১৩৩ -এর অধীনে নির্ধারিত প্রযোজ্য ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস ("ইন্ড এএস") এবং তৎসংলগ্ন প্রাসঙ্গিক বিধি ও বিধিমালার শর্তাবলী মেনে স্বীকৃতি ও পরিমাপের নীতি অনুযায়ী এই আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে।
৪. শেয়ার প্রতি আয় সংক্রান্ত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস ৩৩) অনুযায়ী শেয়ার প্রতি আয় হিসাব করা হয়েছে।
৫. ৩১ মার্চ, ২০২৬ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলো হলো সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত বছর-থেকে-তারিখ পরিসংখ্যানের মধ্যকার ভারসাম্যপূর্ণ উদ্বৃত্ত। এছাড়াও, তৃতীয় ত্রৈমাসিকের শেষ পর্যন্ত পরিসংখ্যানগুলো শুধুমাত্র পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং তা নিরীক্ষার আওতাভুক্ত ছিল না।
৬. কোম্পানিটি মূলত ভাড়া, রক্ষণাবেক্ষণ শুল্ক এবং বাণিজ্যিক সারচার্জ আদায়ের ব্যবসার সাথে যুক্ত। অন্যান্য কার্যক্রম থেকে অর্জিত রাজস্ব বস্তুগত বা উল্লেখযোগ্য নয়। তদানুসারে, ইন্ড এএস ১০৮ অনুযায়ী এখানে কোনো প্রতিবেদনযোগ্য ব্যবসায়িক সেগমেন্ট নেই।
৭. বর্তমান বছরের/সময়ের কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য যেখানেই প্রয়োজন পূর্ববর্তী বছরের/সময়ের পরিসংখ্যানগুলোকে পুনর্সংগঠিত / পুনশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৮. ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের ফলাফল সিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (URL: www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (URL: www.neelachal.co.in) -এ উপলব্ধ রয়েছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
তেজস দোশী
ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৮ মে, ২০২৬

ASHIANA HOUSING LIMITED

Regd. Off. : 5F Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata - 700071

Head off. : 304, Southern Park, Saket District Centre, Saket, New Delhi - 110017, Telephone number : 011-4265 4265

Official E-mail : investorrelations@ashianahousing.com, Website : www.ashianahousing.com

CIN : L70109WB1986PLC040864

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2026

(INR in Lakhs except EPS)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2026 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2026 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)
1	Total Income From Operations	31,259	21,166	1,10,958	48,206	33,518	22,948	1,18,743	55,745
2	Net Profit/(Loss) For The Period (Before Tax, Exceptional And /Or Extraordinary Items)	2,966	2,667	16,510	3,352	2,870	2,629	15,896	3,119
3	Net Profit/(Loss) For The Period Before Tax (After Exceptional And /Or Extraordinary Items)	2,966	2,667	16,510	2,852	2,870	2,629	15,896	2,619
4	Net Profit/(Loss) For The Period After Tax (After Exceptional And /Or Extraordinary Items)	2,173	1,974	12,362	1,843	2,098	2,034	11,789	1,824
5	Total Comprehensive Income For The Period [Comprising Profit / (Loss) For The Period (After Tax) And Other Comprehensive Income (After Tax)]	2,256	2,018	12,565	1,875	2,210	2,085	12,056	1,886
6	Equity Share Capital	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserves, Securities Premium Account & Capital Redemption Reserve)	70,104	60,051	70,104	60,051	69,540	59,986	69,540	59,986
8	Securities Premium Account	14,359	14,359	14,359	14,359	14,359	14,359	14,359	14,359
9	Networth	86,510	76,458	86,510	76,458	85,947	76,392	85,947	76,392
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	29,365	23,472	29,365	23,472	29,365	23,472	29,365	23,472
11	Debt Equity Ratio	0.35	0.34	0.35	0.34	0.36	0.34	0.36	0.34
12	Earnings Per Share (Of Rs. 2/- Each)-Basic And Diluted	2.24	1.99	12.50	1.87	2.20	2.06	11.99	1.88
13	Debenture Redemption Reserve/ Capital Redemption Reserve*	37	37	37	37	37	37	37	37
14	Debt Service Coverage Ratio	0.78	1.33	2.04	1.16	0.76	1.31	1.99	1.13
15	Interest Service Coverage Ratio	3.29	2.83	3.13	1.48	3.22	2.81	3.05	1.44
16	Security Cover available	3.92	4.01	3.92	4.01	4.11	4.21	4.11	4.21
17	Current Ratio	1.33	1.37	1.33	1.37	1.33	1.37	1.33	1.37
18	Long Term Debt to Working Capital Ratio	0.29	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
19	Bad Debts to Accounts Receivable Ratio	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Current Liability Ratio	0.91	0.90	0.91	0.90	0.90	0.88	0.90	0.88
21	Total Debts to Total Assets Ratio	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07
22	Debtors Turnover Ratio	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Inventory Turnover Ratio	0.31	0.16	0.31	0.16	0.33	0.19	0.33	0.19
24	Operating Margin (%)	13.63%	19.47%	21.86%	18.18%	12.42%	17.79%	19.91%	15.30%
25	Net Profit Margin (%)	6.95%	9.33%	11.14%	3.82%	6.26%	8.86%	9.93%	3.27%

Notes :

1) The Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Financial year ended on 31st March, 2026 have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on 26th May 2026, and approved by the Board of Directors in their meeting held on 27th May, 2026.

2) The above results are an extract of the detailed format of the Financial Results for Quarter and Financial year ended on 31st March, 2026 filed with stock exchanges pursuant to Regulation 33 & 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of both these results, standalone and consolidated, are available on the stock exchange website(s) NSE **www.nseindia.com**, BSE **www.bseindia.com** and on Company's website **www.ashianahousing.com**

3) All the line items referred in Regulation 52(4) and 54(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been reproduced here.

4) These results have been prepared in accordance with IND AS as per prescribed under Companies Act, 2013.

* The requirement for creating Debenture Redemption Reserve is not applicable on the company as per MCA notification number G.S.R. 574 (E) dated 16th August 2019. Further, maintenance of Capital Redemption Reserve is not applicable on the company for the quarter and year ended on 31st March 2026.

The Company has not issued any preference shares.

Place : New Delhi
Date : 27th May, 2026

For and on Behalf of the Board
Ashiana Housing Limited
Sd/-
Varun Gupta
(Wholetime Director)

দেশজুড়ে প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে বের করে বিতাড়িত করা হবে: অমিত শাহ

আমদাবাদ, ২৮ মে: 'আমাদের সরকার দেশজুড়ে প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে বের করে বাইরে বের করে দিতে সংকল্পবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই অনুযায়ী বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও মজবুত করা হচ্ছে।' দুই দিনের গুজরাত সফরের দ্বিতীয় দিন, বৃহস্পতিবার আমদাবাদে এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় অমিত শাহ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আজ দেশের ৮০ শতাংশ ভূখণ্ডে বিজেপির শাসন চলছে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা নির্বাচনী প্রচারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা পূরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই মাত্র সাত দিনের মধ্যে ৬০০ হেক্টর জমি বিএসএফ -এর হাতে তুলে দিয়েছে। আমাদের সরকার দেশ থেকে সব অনুপ্রবেশকারীকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার একটি 'ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ কমিশন' (জনপরিসংখ্যান পরিবর্তন কমিশন) গঠন করছে। এই কমিশন আগামী এক বছরের মধ্যে তার রিপোর্ট জমা দেবে এবং অবৈধ ভাবে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হওয়া রুখতে নতুন আইন প্রণয়নের দিশায় কাজ করবে।'

এদিন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আজ বীর সাভারকরের জয়ন্তী। তিনি এমন এক প্রখর দেশপ্রেমিক ছিলেন, যাঁর কোনও সরকারি সম্মানের প্রয়োজন ছিল না। এ দেশের প্রতিটি শিশু তাঁকে 'বীর সাভারকর' নামে চেনে। ব্রিটিশরা তাঁকে এক জীবনে দু'বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। আন্দামানের সেলুলার জেলের দেওয়ালে তিনি নিজের রক্ত দিয়ে কবিতা লিখেছিলেন এবং সমাজে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন।'

ত্বিশা শর্মা মৃত্যু মামলায় গ্রেপ্তার অবসরপ্রাপ্ত বিচারক

ভোপাল, ২৮ মে: মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালের বহুচর্চিত অভিনেত্রী ত্বিশা শর্মা মৃত্যু মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই বৃহস্পতিবার বড় পদক্ষেপ করেছে। তারা মৃতার শাশুড়ি ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারক গিরিবালা সিংকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁকে বৃহস্পতিবারই আদালতে পেশ করা হয়। সূত্রের খবর, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করার পরদিনই বৃহস্পতিবার সকালে সিবিআই দল তাঁর ভোপালের কাটারা হিলসের বাসভবনে পৌঁছয়। এরপর প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। শেষে বিকেল ৫১০ মিনিটে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

ঘটনাস্থলে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাগসেভনিয়া থানার টিআই অমিত সোনি গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আইনগত প্রক্রিয়া ও মেডিক্যাল পরীক্ষার পর এদিন অভিযুক্ত প্রাক্তন বিচারককে আদালতে পেশ করা হবে। গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে কাটারা হিলস ও বাগসেভনিয়া এলাকায় কড়া পুলিশি নিরাপত্তা এবং ব্যারিকেড বসানো হয়েছে।

তদন্ত চলাকালীন সিবিআই ডিজিটাল ফরেনসিক প্রমাণ সংগ্রহে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। গিরিবালা সিং-এর বাড়ি ও পুরো প্রাঙ্গণ ৩৬০ ডিগ্রি হাই-ইন্টেনসিটি থ্রি-ডি ক্যামেরায় রেকর্ড করা হয়। পাশাপাশি ঘটনাস্থলের ভৌগোলিক অবস্থান ও আশপাশের বাড়ি থেকে দৃশ্যমানতা প্রযুক্তিগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় ঘটনাস্থল পাশের বাড়ির ছাদ, জানালা বা বারান্দা থেকে দেখা যায় কি না।

উল্লেখ্য, বুধবার মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল করে গিরিবালা সিং-এর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। আদালত তার ১৭ পাতার রায়ে জানায়, মৃতার শরীরে পাওয়া সন্দেহজনক আঘাত এবং মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় অভিযুক্তকে মুক্তি দেওয়া যথাযথ নয়। এই মামলায় ত্বিশার স্বামী সমর্থ সিং আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং তিনি বর্তমানে সিবিআই হেপাজতে রয়েছেন। তদন্তকারীরা দু'জনকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। ১২ মে রাতে কাটারা হিলসের শ্বশুরবাড়িতে ত্বিশা শর্মার দেহ সন্দেহজনক অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল। পরে ২৪ মে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস (এমস)-এর দল পুনরায় ময়নাতদন্ত করে। বর্তমানে মামলার তদন্ত সিবিআই-এর হাতে রয়েছে।

ইস্তফা সিদ্দারামাইয়ার, সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ২৮ মে: কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন পি সিদ্দারামাইয়া। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের বিশেষ সচিব প্রভু শঙ্করের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট, যিনি রাজ্যের বাইরে রয়েছেন, তিনি রাতেই ফিরতে পারেন। এখনও সিদ্দারামাইয়ার ইস্তফা গৃহীত হয়নি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন সিদ্দারামাইয়া। কর্নাটকের সম্ভাব্য নতুন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন ডিকে শিবকুমার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিদ্দারামাইয়ার পাশেই বসেছিলেন শিবকুমার। সিদ্দারামাইয়া কথা বলার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। সিদ্দারামাইয়া বলেন, '২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত, যখন আমি দুইবার মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম, তখন যারা আমাকে ভালোবাসা দেখিয়েছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ২০১৩ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত, আমার সঙ্গে কাজ করা সহকর্মীরা আমার প্রতি সব ধরনের সমর্থন, সহযোগিতা এবং ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। আমি তাদের বন্ধু, আমি গ্রাম থেকে এসেছি, আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে একদিন আমি বিধায়ক, মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হব। আমি রাজনীতিতে এসেছিলাম আকস্মিকভাবে, কারণ আমার পরিবারে কেউ রাজনীতিতে ছিল না।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা ইস্তেহারে করা প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছি। ২০১৩ সালে আমরা ১৬৩টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, যার মধ্যে ১৫৮টি পূরণ করেছি। ২০২৩ সালে আমরা ৫৫০টিরও বেশি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যার মধ্যে ৩০০টি পূরণ করেছি। এছাড়াও, আমরা ৫টি গ্যারান্টি স্কিম ঘোষণা করেছি, যা আমরা প্রথম বছরেই পূরণ করেছি।'খ

কোনও পড়ুয়ার সঙ্গে অন্যায় হতে দেওয়া হবে না, আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ মে: সিবিএসই-র অন-স্ক্রিন মার্কিং (ওএসএম) ব্যবস্থা ঘিরে বিতর্কের মাঝেই বৃহস্পতিবার এই পদ্ধতির পক্ষে সরব হলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি বলেন, বিশ্বের বহু দেশেই এই ডিজিটাল মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু রয়েছে এবং কোনও পড়ুয়ার সঙ্গে অন্যায় হতে দেওয়া হবে না বলে আশ্বাস দেন তিনি।

সিবিএসই সদর দপ্তরে শীর্ষ আধিকারিক ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, 'সিবিএসই প্রথমবার এই ব্যবস্থা চালু করেছে। কিছু অসঙ্গতি নজরে এসেছে। এর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। সমস্যার সমাধান করা হবে এবং আমরা সকলে সেই কাজেই ব্যস্ত।' তিনি জানান, প্রযুক্তিগত ও পেমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করেছে। পুরো সফটওয়্যার, কোডিং ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আইআইটি কানপুর ও আইআইটি মাদ্রাজের বিশেষজ্ঞ দলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ফি জমা দেওয়ার সমস্যার সমাধানে অর্থ মন্ত্রকের সহায়তায় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা এবং ক্যানারা ব্যাঙ্কের পেমেন্ট গেটওয়ে সিবিএসই পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানান, চলতি পরীক্ষায় প্রায় ১৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মোট ৯৮ লক্ষ উত্তরপত্র ছিল। প্রতিটি খাতায় গড়ে ৪০টি পৃষ্ঠা ধরে প্রায় ৪০ কোটি পৃষ্ঠা স্ক্যান করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৪ লক্ষ পড়ুয়া তাঁদের প্রায় ১১ লক্ষ স্ক্যান করা উত্তরপত্র ডাউনলোড করে পরীক্ষা করছেন। তিনি আশ্বাস দেন, কোনও পড়ুয়ার খাতা পরীক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগ অমীমাংসিত থাকবে না। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, ওএসএম-এর উদ্দেশ্য হল স্বচ্ছতার সঙ্গে পড়ুয়াদের উত্তরপত্র দেখানো, যাতে তাঁরা নিজেদের নম্বর যাচাই করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে আপত্তি জানাতে পারেন। ডিজিটাল মূল্যায়নের চুক্তি প্রদান নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির অভিযোগ ও বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবির জবাবে শিক্ষামন্ত্রী তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধি একের পর এক নির্বাচনে হেরে হতাশ হয়ে পড়েছেন। তিনি আগে রাফাল, ইভিএম ও ডিজিটাল ইন্ডিয়ারও বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি ভারতের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পাশে নেই।' কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'সিবিএসই ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রয়নীতির আওতায় সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই এই চুক্তি দেওয়া হয়েছে। তবুও যদি কোনও গরমিল ধরা পড়ে, তবে সিবিএসই-র ভিতরে হোক বা বাইরে, কাউকেই রেয়াত করা হবে না।' শেষে তিনি বলেন, 'এটা রাজনীতি করার সময় নয়। আমাদের ১৭ লক্ষ পড়ুয়ার স্বার্থই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিতর্কে পড়ুয়াদের মানসিক চাপ বেড়েছে। তাই আমাদের কথাবার্তা বা আচরণে সেই চাপ আরও বাড়ানো উচিত নয়। আমি পড়ুয়াদের আশ্বস্ত করছি, পুরো ডিজিটাল পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে গুছিয়ে নেওয়া হবে।'

গিরের জঙ্গলে রহস্যময় ভাইরাসে মৃত্যু হল ৭ সিংহের

গান্ধিনগর, ২৮ মে: বিশ্বে এশিয়াটিক সিংহের একমাত্র প্রাকৃতিক আবাস গির জঙ্গল থেকে উদ্বেগজনক খবর সামনে এসেছে। গত কয়েক দিনে গির অঞ্চলে মোট সাতটি সিংহের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে চারটি শাবকও রয়েছে। এই ঘটনায় বন দপ্তরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অরণ্য ভবনে পিসিসিএফ ড. জয়পাল সিংহ

বৃহস্পতিবার জানান, মৃত সিংহগুলিতে রহস্যময় ভাইরাসের লক্ষণ পাওয়া গেছে। তবে এটি ক্যানাইন ডিস্টেম্পার ভাইরাস (সিডিভি) কি না, তা নিশ্চিত নয়। নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং রিপোর্ট এক সপ্তাহের মধ্যে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বন দপ্তর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১৭টি সিংহকে কোয়ারেন্টাইনে রেখেছে। এর মধ্যে আটটি সিংহে সংক্রমণের মতো লক্ষণ দেখা গেছে। আক্রান্ত সিংহগুলির চিকিৎসার জন্য পশু চিকিৎসকদের একটি দল দিনরাত কাজ করছে। পিসিসিএফের তথ্য অনুযায়ী, ১২ জন চিকিৎসকের বিশেষ দল নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা চালাচ্ছে। গির জঙ্গল এলাকায় প্রায় ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে বিশেষ নজরদারি অভিযান চলছে।

এছাড়া পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রায় ২৫০ জন বনকর্মীকে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। জামনগর, সুরাত, রাজকোট, কচ্ছ ও জুনাগড় থেকে ২০ জনেরও বেশি আধিকারিক ও কর্মীকেও গিরে পাঠানো হয়েছে। বন দপ্তর জানিয়েছে, আগে যারা গিরে কাজ করেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার কারণে আবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ময়দান

তরুণ তুর্কি বৈভবকে থামাতে গুজরাত টাইটান্সের মাস্টারপ্ল্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মশালায় মঙ্গলবার আইপিএলের প্রথম কোয়ালিফায়ারে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে। শুভমন গিলদের দল সাধারণত টি-টোয়েন্টির চেনা ছন্দে খেলতে স্বচ্ছন্দ হলেও, দ্রুত রান তোলার বাড়তি চাপ তৈরি হলে তারা অনেক সময় অস্বস্তিতে পড়ে যায়। সেই দুর্বল জায়গাতেই আঘাত হানে বেঙ্গালুরু।

মহম্মদ সিরাজ এবং কাগিসো রাবাডাকে শুরু থেকেই চড়াও হয়ে খেলতে থাকে বেঙ্গালুরুর ব্যাটাররা। চলতি মরশুমে পাওয়ারপ্লের ছয় ওভার প্রায় নিয়মিত একসঙ্গেই বল করেছেন এই দুই পেসার। কিন্তু মঙ্গলবার তাঁদের পরিকল্পনাই ভেঙে দেয় বেঙ্গালুরুর টপ অর্ডার। অধিনায়ক রজত পাতিদারও সেই আক্রমণের ধার বজায় রাখেন। তাঁর ঝোড়ো ইনিংসের সুবাদে বেঙ্গালুরু তোলে ২৫৪ রান। পরে ৯২ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় তুলে নেয় তারা।

এবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে শুক্রবার মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে রাজস্থান রয়্যালস এবং গুজরাত টাইটান্স। এই ম্যাচে নজরের কেন্দ্রে থাকবেন রাজস্থানের তরুণ বিস্ময় বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই তিনি যেভাবে ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন, তা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিরল। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মানসিকতায় খেলতে ভালোবাসেন বৈভব। তাই সিরাজ ও রাবাডার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। চলতি মরশুমে বৈভব ইতিমধ্যেই প্রায় ৭০০ রানের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছেন। ফলে গুজরাতের প্রথম লক্ষ্য হবে তাঁকে দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া। কারণ, বৈভব আউট হয়ে গেলে রাজস্থানের ব্যাটিংয়ে কিছুটা চাপ তৈরি হয়। যশস্বী জয়সওয়াল এবং ধ্রুব জুরেলও চারশোর বেশি রান করেছেন ঠিকই, কিন্তু মাঝের সারির ব্যাটারদের ধারাবাহিকতা চোখে পড়েনি। বুধবারও বৈভবের ৯৭ এবং জুরেলের অর্ধশতরানের পর শেষ দিকে বড় রান তুলতে ব্যর্থ হয় রাজস্থান। ফলে অধিনায়ক রিয়ান পরাগের উপর বাড়তি দায়িত্ব থাকবে।

অন্য দিকে, গুজরাতের অবস্থাও খুব আলাদা নয়। তাদের মাঝের সারিতেও অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে শুভমন গিল, সাই সুদর্শন এবং জস বাটলার নিয়মিত রান করে দলকে ভরসা দিয়েছেন। এই তিন ব্যাটারকেই দ্রুত ফিরিয়ে দিতে পারলে রাজস্থান অনেকটাই এগিয়ে থাকবে। বিশেষ করে, জোফ্রা আর্চারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বুধবার এলিমিনেটরে তিনি যেভাবে প্রতিপক্ষের টপ অর্ডারে আঘাত করেছিলেন, তেমন কিছু আবার করতে পারলে গুজরাতকে চাপে ফেলে দিতে পারে রাজস্থান। ফলে শুক্রবারের লড়াইয়ে দুই দলের তারকা ব্যাটার এবং পেসারদের দ্বৈরথই ঠিক করে দিতে পারে কে উঠবে ফাইনালে।

সুব্রত ভট্টাচার্য থেকে রহিম নবিদের গড়ে তোলা কোচকে শেষ শ্রদ্ধা হিমাংশু সরকারের

বাংলা ফুটবলের 'গুরু' মুরারি শুরের প্রয়াণে শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা ফুটবলের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের অবসান। প্রখ্যাত ফুটবল কোচ মুরারি শুর বৃহস্পতিবার ভোর তিনটে নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণের খবরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাংলা ফুটবল মহলে। শ্যামনগরের এই কিংবদন্তি কোচের হাত ধরেই ফুটবলের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবলের বহু পরিচিত মুখ। সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রশান্ত মিত্র, দুলাল বিশ্বাস, রহিম নবি-সহ একাধিক ফুটবলারের উত্থানের পিছনে

শ্যামনগরের যুগের প্রতীক ক্লাবে কিংবদন্তি মুরারী শুরকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন ক্লাবের সভাপতি হিমাংশু সরকার।

ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বছরের পর বছর ধরে শ্যামনগর ও আশপাশের এলাকার অসংখ্য ছেলেকে নিঃস্বার্থভাবে ফুটবল শিখিয়েছেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই পরে কলকাতার বড় ক্লাবে খেলেছেন, কেউ কেউ জাতীয় দলেও জায়গা পেয়েছেন। শুধু ফুটবল নয়, একসময় অ্যাথলেটিক্স কোচ হিসেবেও কাজ করেছেন মুরারি শুর। পরে পুরোপুরি ফুটবল কোচিংয়েই নিজেকে নিয়োজিত করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ফুটবলের প্রতি তাঁর টান অটুট ছিল। অসুস্থ শরীর নিয়েও নিয়মিত যেতেন শ্যামনগরের যুগের প্রতীক ক্লাবে। মাঠে দাঁড়াতে না পারলেও চেয়ারে বসেই ছোটদের প্রশিক্ষণ দিতেন। কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই ভবিষ্যতের ফুটবলার গড়াই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। মুরারি শুরকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হয়েছিলেন শতাব্দী প্রাচীন যুগের প্রতীক ক্লাবের সভাপতি তথা বিজেপি নেতা হিমাংশু সরকার। আবেগঘন গলায় তিনি বলেন, 'বাংলা ফুটবল এক বড় অভিভাবককে হারাল। মাঠের বাইরে থেকেও তিনি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে পথ দেখিয়েছেন'। তাঁর প্রয়াণে যেন বাংলা ফুটবলের এক স্বর্ণযুগের স্মৃতিও আরও একবার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/WS/01/26-27 তারিখ : ২৬.০৫.২০২৬
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার - হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন -এইচএমসি এলাকাধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডে ১৬০ মিমি ব্যাসের এবং ১১০ মিমি ব্যাসের এইচডিপিই নতুন পাইপ সংস্থাপনের মাধ্যমে জল সরবরাহের উন্নয়ন কাজের জন্য এবং একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে (নির্ধারিত ফর্মে) ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ড্রেনেজ, এর বিভাগীয় www.wbtenders.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১৫.০৬.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১১(১)/২৬-২৭ সেক্রেটারি -ইন- চার্জ
২৭.৫.২৬ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-Tender Notice Reference No. (STM/DT/E-TENDER-99/082/2026 & Tender ID : 2026_HFW_1025682_1 Dated. 27.05.2026) is invited by the MSVP, School of Tropical Medicine, 108 C R Avenue, Kolkata – 700 073 for the Selection of vendor for housekeeping and Cleaning service for the STM. Technical & Financial Bid Submission Closing Date: 29/06/2026 at 11.00 AM. For details please visit : www.wbtenders.gov.in Sd/-MSVP School of Tropical Medicine, Kolkata.
ICA- T8828(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum Notice
The last date for bid submission for Tender Ref **WBPWD/AE/eNIT17/2025-26/2nd Call, Tender ID: 2026_WBPWD_5014150_1,** has been extended to 03.06.2026, up to 12:05 Hrs. For more details, contact the undersigned office during working days or visit: **http://wbpwd.gov.in/** & **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** Sd/- Assistant Engineer, PWD NMCH Electrical Sub-Division.
ICA- T8842(1)/2026

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27 /000030, Dated : 22-05-2026
Nature of work : Replacement/refixing of tented out & damaged floor tiles and procurement of trash bins & 0.5 Hp pump for Rajarhat (Phase 2) IT Park **[Estimated Total Cost (Incl. taxes) Rs 1,26,777.00].** Due date of Submission : 7 days from publication Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details or contact : 9609055584
ICA- T8829(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the AE,BMSD (D) PHED one behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHE/AE/BMSD(D)/NIeT-01of2026-2027 and ID : 2026_PHED_1025178_1 to 2. Different Electro Mechanical works at Md. Bazar Block in Birbhum District under Bolpur Mechanical Division, P.H.E. Dte. Details will be available in the website **wbtenders.gov.in** The last date for submission of tender is 15.06.2026 upto 13:00 Hrs. Sd/- AE, BMSD (D), PHED.
ICA- T8837(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender ID-2026_WBPWD_5014619_1. NIeQ Reference No.- **23/A.E./J.S.D./P.W.D. of 2026-27.** Kishore Bharati Krirangan - Operation and maintenance of Fire Protection System of including engagement of three Semi-skilled Fire Attendants and mock drill of DG Standby 'Fire Pumps' during for a period of 6 (Six) months. Last Date of Bid Submission 09.06.2026 up to 5:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details may be seen from the departmental Website & in office notice board. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Jadavpur Sub-Division.
ICA- T8857(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
AE/CKHSD-I/PWD invites online NIeT No. WBPWD/AE/CKHSD-I/NIeT-05/2026-2027 for the following works **(1)** Construction of sitting arrangements including some allied works within the campus of D.N.Dey Homoeopathic College Hospital at Gobinda Khatick Road during the year 2025-26. Amount- Rs. 1,46,106.00. **(2)** Repair work of mumpty room of Pratyay (half-way home) located at 115,Dr, G.S.Bose Road, Kolkata-39 during the year 2026-27. Amount- Rs. 3,00542.00. Last date of application 15.06.2026 at 03.00 P.M. for CENTRAL KOLKATA HEALTH SUB DIVISION-I, PWDte., Kolkata. TENDER ID: 2026_WBPWD_5014614_1/2. Corrigendum if any will be published in website only. Other details may be obtained from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., Central Kolkata Health Sub-Divison-I
ICA- T8847(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE/Divn-IV/W&S/KMDA/NIT-03 of 2026-27
Online e-Tender is invited by the Executive Engineer, Division-IV, W&S Sector, KMDA, 3rd Floor, 83/1A, Vivekananda Road, Kolkata-700006, from eligible and resourceful contactors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Valve operation of rising and delivery valve of ESR's (8 Nos) to enable proper drinking water to supply upto the end users for 150 days within the Titagarh Municipal area., Rs.4,70,773/-, Rs.9,420/-, 150 days, **End date & time of online Bid submission:** 08.06.2026 at 18:45 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **www.kmda.wb.gov.in (KMDA-52) www.wbtenders.gov.in**
ICA- T8817(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate Berhampore Irrigation Division Berhampore, Murshidabad
ABRIDGED NOTICE e-TENDER
e-NIT No. WBIW/EE/BID/e-NIT-03/2026-27
The Executive Engineer, Berhampore Irrigation Division, Berhampore, Murshidabad, I & W. Dte. on behalf of Hon'ble Governor of West Bengal invites online tender from eligible Bonafide contractor having requisite credential for 1 (One) nos. of work under jurisdiction of Berhampore Irrigation Division. Last date and time of submission of Technical & Financial bid (online) - 05.06.2026 upto 15.00 Hours. The tender forms and other details can be obtained from the website www.wbiwd.gov.in & https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Berhampore Irrigation Division, Berhampore, Murshidabad
ICA- T8835(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tenders from bonafide bidders as per GO are invited by the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division No.II. **e-N.I.T. No. 27 of 2025-26 (2nd Call).** Tender for the work (i) "Renovation work of all attached Toilet of Wards, Doctors Room & Nursing Station of Lalbagh Sub-Divisional Hospital at Lalbagh in the district of Murshidabad under Berhampore Division No.II, P.W.Dte." Estimated Amount put to tender Rs. 26,72,771.00; Tender ID : 2026_PWD_5014630_1 & (ii) "Replacement of damaged wooden beams with iron beams at the roof of CMOH Bungalow, Berhampore, Murshidabad under Berhampore Division No.II, P.W.D." Estimated Amount put to tender Rs. 29,06,361.00; Tender ID : 2026_PWD_5014630_2. Details may be obtained from office during working hours and also from **http://www.wbpwd.gov.in** & **http://wbtenders.gov.in** Bid submission staring date and time 30.05.2026 from 6:00 P.M. (IST) & Bid submission end date and time 17.06.2026 upto 2:00 P.M. (IST). N.B.- Any corrigendum/and addendum, if issued for this eNIT will be published in Online mode only. Sd/- Executive Engineer, P.W.D. Berhampore Division No.II.
ICA- T8856(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

পাহাড়ি অঞ্চলের রহস্যঘেরা হাতছানিতে ভরপুর বাংলা ওয়েব সিরিজ ‘কুহেলি’

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

পাহাড়ি অঞ্চলে ঘেরা গ্রাম কুহেলি। যে সময়ের ঘটনা সে সময়ে এইখানে বরফ পড়ে। টুরিস্টরা রীতিমতো শীতের পোশাক সঙ্গে নিয়েই এই অঞ্চলে বেড়াতে আসে। আর এই অঞ্চলে বেড়াতে এসে যদি কোন পুলিশ বা ডিএসপি খুনের সাক্ষ্য নিয়ে যায়, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে খুনের রহস্য তাহলে কেমন হয়। নিঃসন্দেহে বলা চলে এক রহস্য রোমাঞ্চিত অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন এই ঘটনাগুলো মুক্ত করে দেয় এখানে আগত টুরিস্টদের সামনে। তবে টুরিস্টরা কিন্তু সত্যি সত্যি কুহেলি নামে এই পার্বত্য গ্রামে যায়নি বা যাচ্ছেনা বরঞ্চ তারা দৃষ্টির মাধ্যমে দেখার মাধ্যমে গল্প শোনার মাধ্যমে যেন পৌঁছে গিয়েছে এই গ্রামে। এই পার্বত্য গ্রামের খুনের রহস্যের সাথে জড়ানোর জন্য পরিচালক অদিতি রায় সম্প্রতি নিয়ে এসেছে হইচই প্লাটফর্মে ‘কুহেলি’ নামে একটি রহস্য রোমাঞ্চ ওয়েব সিরিজ। আর দর্শকরা এটি দেখার মাধ্যমে ঠিক যেন কুহেলিতে পৌঁছে গিয়েই চোখের সামনে খুন এবং খুনের রহস্যের গন্ধ আস্বাদন করতে পারছে।যে নিজের হাতে হত্যা করে শুধু সেই কি খুনি? নাকি যে বা যারা প্রতিনিয়ত মন থেকে একজন ব্যক্তিকে মানসিকভাবে শেষ করে দিতে চায়, চেষ্টাও করে, অথচ সফল হয় না তারা সকলেই খুনি? এই বিষয় নিয়ে উঠছে বিভিন্ন জটিল প্রশ্ন। দর্শকদের এই প্রশ্নেরই সম্মুখীন করেছে ও টি টি প্লাটফর্ম হইচইতে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত অদিতি রায় পরিচালিত ‘কুহেলি’ ওয়েব সিরিজ।পাহাড়ি স্বাদের হত্যারহস্য থ্রিলারপ্রেমী বাঙালি দর্শকের কাছে এখন আর নতুন কিছু নয়। নতুন নয় সম্পর্কের অলিগলি ধরে হাঁটা অপরাধের গল্পও। তবে দুইয়ের ঠাসবুনোট আর জমাটি অভিনয়ের মিশেলে যদি দর্শককে শেষ পর্যন্ত বসিয়ে রাখা যায় তাহলে তো কোন কথাই নেই। বাংলা ওয়েব সিরিজের অন্যান্য পরিচিত ছকের মার্ডার মিস্ট্রির ভিড়ে সেখানেই মন কাড়ছে ‘কুহেলি’। এই সিরিজে এ ক্রাইম হত্যার পাশাপাশি আগাগোড়া দুর্দান্ত সঙ্গত দিয়ে গিয়েছে ড্রোন শটে ক্যাপচার করা পাহাড়ি বাঁক আর ছবির মতো দৃশ্য।

গল্পটির সূচনা হয় কুহেলি থানার এসপি রানা সিংহের আকস্মিক ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে। ঘটনাটি খুন না আত্মহত্যা তার তদন্তে অবতীর্ণ হয় ডিএসপি অগ্নি। রানার এহেনো ঘটনার অভিঘাতে বিধ্বস্ত স্ত্রী রাধিকাকে এই অবস্থায় সামাল দেয় তার দিদি দেবিকা এবং বোন ইশিকা। অগ্নির সঙ্গী হয় কুহেলি থানার কনস্টেবল হরিণ হাতি। তিন বোনকে অগ্নির জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে উঠে আসে এসপি রানার চরিত্রের কথা।তদন্তের মাধ্যমে উঠে আসে, স্ত্রী ও দুই শ্যালিকার সঙ্গে রানা সিংহের সম্পর্ক ঠিক কেমন ছিল। ইতিমধ্যে হাতে উঠে আসে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট । পোস্টমর্টেম অগ্নি জানতে পারে যে আত্মহত্যা নয়, খুন হয়েছে রানা। অগ্নি, রানার মদের আসরের সঙ্গী সিকান্দার এর সঙ্গে দেখা করে এবং সিকান্দার দাবি করতে থাকে যে ইশিকাই রানার হত্যাকারী। সিকান্দারের কথাই ঠিক? নাকি অগ্নির তদন্তে কুয়াশার পরত সরিয়ে বেরিয়ে পড়বে অন্য কোনও সত্যি? অগ্নি এটাও জানতে পারে যে রানা সিংহকে মাসে মাসে খুন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পরিশেষে কি ধরা যাবে প্রকৃত হত্যাকারীকে? সে সব নিয়েই গল্প এগিয়েছে সাত পর্বের এই সিরিজের। খুনি আসলে কে? রাধিকা, দেবিকা, ইশিকা, সিকান্দার নাকি অন্য কেউ এটা জানার জন্য অবশ্যই দেখে ফেলতে হবে এই ওয়েব সিরিজটা।এই সিরিজটি মোট সাতটি পর্বে বিভক্ত যে পর্বগুলোর টাইম ডিউরেশন কুড়ি অথবা বাইশ মিনিট। প্রথম পর্বের নাম ‘কুহেলিতে লাশ’। এই পর্বে দেখা যায় এসপি রাণা সিংহের গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যু যে মৃত্যুতে গোটা শহর শোকার্ত অথচ ডিএসপি অগ্নি এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা মানতে নারাজ। এই সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব হল ‘স্মরণ সভা’। এখানে রানা সিনহার মৃত্যুর স্মরণ সভা কে দেখানো হয়েছে এবং সেই সভার সূত্র ধরে অগ্নির সন্দেহ এবং তদন্তের সূচনা রয়েছে। তৃতীয় পর্ব ‘বাইসাইকেল কিক’ এ দেখানো হয়েছে দেবিকার সাথে রানা সিংহের অতীতের কোন এক সম্পর্ক যা নিয়ে রানা দেবিকাকে ব্ল্যাকমেইল করে বারবার ব্যবহার করতে চেয়েছে। এই খবর অগ্নিকে তদন্তের জন্য নতুন ক্লু দেয়। এবং ভাবিয়ে তোলে। চতুর্থ পর্ব ‘চরিত্রহীন মেয়ে’ যে পর্বে দেখানো হয়েছে রানা সিংহের সাথে তার স্ত্রীর বোনদের অর্থাৎ শালিকাদের সম্পর্ক এবং সেই নিয়ে পারিবারিক ক্ষোভ। পঞ্চম পর্ব টির নাম ‘নারকোল তেল’ ।এখানে অগ্নি তদন্তের মাধ্যমে রানার বন্ধু সিকান্দারের রানার শ্যালিকাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানতে পারে। এই সময় হাতে আসে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এবং সেই রিপোর্টে লেখা থাকে যে রানা সিংহের মৃত্যুটা আত্মহত্যা নয় সেটা খুন। ষষ্ঠ পর্বটির নাম ‘পুরনো ছবি’। এই পরবর্তী কিছু পুরনো ছবি বা স্মৃতি তুলে ধরে যে স্মৃতির উপর ভিত্তি করে ডিএসপি অগ্নি তার তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সপ্তম এবং শেষ পর্বটি হল ‘হ্যাপি অ্যানিভার্সারি’। এই রানা সিংহের বিবাহ বার্ষিকীর কিছু তথ্য খুঁজে পায় অগ্নি এবং সেই থেকে শুরু হয় তার তার তদন্ত যা তাকে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

মিনিট কুড়ি বাইশ এর ছোট ছোট পর্ব হলেও প্রত্যেকটি পর্বই টানটান উত্তেজনায় ভরপুর যা দর্শকদের মনোযোগ কে নষ্ট হতে দেবে না। পর্বগুলি যতই অগ্রসর হয়েছে ততই রহস্য আরো বেশি ঘনীভূত হয়েছে এবং অগ্নি একটার পর একটা রহস্যের জট ছাড়াতে গল্পের ক্লাইম্যাক্স পর্যন্ত গিয়েছে।

তবে সুন্দর ক্লাইম্যাক্স দিয়ে গল্পটি এই সিগারেট শেষ করা যেতে পারতো কিন্তু পরিচালক ভবিষ্যতে আবার হয়তো পরবর্তী ও সিজন আনবে তাই জন্য এই ওয়েব সিরিজটা সপ্তম পর্বে এসে অসমাপ্ত হয়ে রয়েছে।এসপি রানা সিংহের চরিত্রে কৌশিক সেনের অভিনয় বাস্তবঘেঁষা। একজন বদরাগী, সোভেনিস্ট, স্ত্রীর উপর খারাপ ব্যবহার করা মানুষ হিসেবে তার অভিনয়টা বেশ অন্যরকম লেগেছে। ডিএসপি অগ্নির চরিত্রে প্রিয়াঙ্কা সরকারের অভিনয় যথেষ্ট নজরকাড়া। এই ওয়েব সিরিজের মূল চরিত্র তিনি। তিনি কিভাবে খুনের কিনারা করেন সেটা দর্শকদের শেষ পর্যন্ত ওয়েব সিরিজটা দেখার জন্য বসিয়ে রাখবে। এসপি রানা সিংহের স্ত্রী রাধিকার চরিত্রে সুস্মিতা দে র অভিনয় মানানসই। এটি তার অভিনীত প্রথম ওয়েব সিরিজ এবং এই ওয়েব সিরিজটি দেখেই এটি তার অভিনীত প্রথম ওয়েব সিরিজ এবং প্রথম ওয়েব সিরিজ এই তার অভিনয়ের সাবলীলতা দর্শকদের চোখে পড়েছে। ঠান্ডা শান্তশিষ্ট গৃহিনির চরিত্রে তিনি যথেষ্ট সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছেন। তার বড়দিদি, দেবিকার চরিত্রে ঋদ্ধিমান ঘোষের অভিনয় ছিমছাম হলেও তার অভিনয় একটা নিজস্বতা আছে যেটা দর্শকদের নজরে পড়তে বাধ্য।। সূক্ষ্ম অভিনয় দিয়েই তিনি এই ওয়েব সিরিজে তার স্ক্রিন প্রেজেন্স সুন্দরভাবে ধরে রেখেছে যেটা তার অভিনয়ের একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে নজরে উঠে উঠে এসেছে। ছোট বোন ইশিকার চরিত্রে অঙ্গনা রায়ের অভিনয়ও আপটু দা মার্ক। তার বাচন ভঙ্গি এক্সপ্রেশন সবমিলিয়ে বেশ আকর্ষণীয় যা দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম। অগ্নির অ্যাসিস্ট্যান্ট কনস্টেবল হরিণ হাতির চরিত্রে দুর্বার শর্মা বেশ হাস্যরস সৃষ্টি করেছে এই ওয়েব সিরিজে। তার কাজকর্ম গুলি কমিক রিলিফ সৃষ্টিতে যথেষ্ট দক্ষতা রেখেছে। এই সিরিজের তার অভিনয়ে কোন খামতি ছিল না। রানা সিংহের মোদের আসরের বন্ধু সিকান্দারের চরিত্রে শুভ্রজিৎ দত্ত বরাবরের মতো এবারও তার অভিনয় দক্ষতা দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তিনি একজন বিশেষ মানের অভিনেতা। অন্যান্য চরিত্রে অভিনেতা রোহিত মুখোপাধ্যায়ের নিখুঁত অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসনীয়।এই ওয়েব সিরিজের সিনেমাটোগ্রাফি দুর্দান্ত। পাহাড়ি অঞ্চলের শুটিং গুলো খুবই সুন্দর হয়েছে, যা বেশ চমকপ্রদ এবং আকর্ষণীয়। ওয়েব সিরিজের আবহ , স্পেশাল এফেক্ট এবং নেপথ্য সংগীত বেশ পরিপাটি এবং প্লটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রম্যদ্বীপ তাহার আবহসংগীত এই ওয়েব সিরিতে নতুন মাত্রা দিয়েছে। নবারুণ বসুর চিত্রনাট্য প্রশংসার দাবিদার।অদিতি রায়ের দুর্দান্ত কলমের টানে নির্মিত এই গল্প এবং গল্পের সাথে যুক্ত প্রতিটি চরিত্র অভূতপূর্বভাবে দর্শকদের কাছে রূপায়িত হয়েছে।

প্লট নির্মাণের উপর ভিত্তি করে অদিতি রায়ের নির্মিত চরিত্র গুলির যথাযথ সংলাপ এই ওয়েব সিরিজের একটি প্লাস পয়েন্ট। তবে এই সিজের যে দিকটা নেতিবাচক দিক হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয় তা হল চিত্রনাট্যের গঠন শৈলী খুব একটা মজবুত নয়, যার জন্য রহস্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে একটা অভাব থেকে যাচ্ছে। সিমিস্টিকে দেখলে মনে হচ্ছে ক্রমশ যেন উদ্দেশ্যহীন হয়ে পরছে এই সিরিজ ।তবে সব মিলিয়ে কমার্শিয়াল রহস্য ঘেরা ফেরার মার্ডার মিস্ট্রি হিসেবে কুহেলি ওয়েব সিরিজটি একবারের বেশিও দেখে ফেলা যায়।

চার নারীর গল্পে নতুন ওয়েব সিরিজ কুইনস

নিজস্ব প্রতিবেদন: একসময় বিনোদনের শীর্ষে ছিল সিনেমা, পরে সেই জনপ্রিয়তায় ভাগ বসায় টেলি সিরিয়াল। তবে এই মুহূর্তে জনপ্রিয়তায় সবার থেকে অনেক দম এগিয়ে রয়েছে ওয়েব সিরিজ। পথে-ঘাটে ট্রেনে-বাসে সর্বত্রই ওয়েব সিরিজে মজে বর্তমান দর্শক। ক্রাইম, গোয়েন্দা কাহিনি হোক অথবা সমাজ , বাংলাতেও তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন স্বাদের সিরিজ। আর তার মধ্যেই একটা আলাদা জায়গা তৈরি করে ফেলেছে নারী-কেন্দ্রিক গল্প। তেমনই একটি অন্য ধারার সিরিজ নিয়ে আসছেন পরিচালক নির্ঝর মিত্র। আর সেই নতুন সিরিজ ‘কুইনস’-এর কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন মিমি চক্রবর্তী। ‘কুইনস’-এর কেন্দ্রে রয়েছে চার নারী চরিত্র। তাঁদের জীবনযাপন আলাদা, কিন্তু সংগ্রামের জায়গাটা কোথাও গিয়ে এক হয়ে যায়। সমাজের চাপে, ক্ষমতার খেলায় এবং পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই নিয়েই এগোবে গল্প। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে সিরিজের প্রথম লুক। প্রথম লুকেই স্পষ্ট, এই সিরিজ শুধুই বিনোদনের জন্য তৈরি হয়নি - বরং সমাজের এমন এক বাস্তব ছবিকে সামনে আনবে, যা অনেক সময় আলোচনার বাইরেই থেকে যায়। অভিনেত্রী মিমি

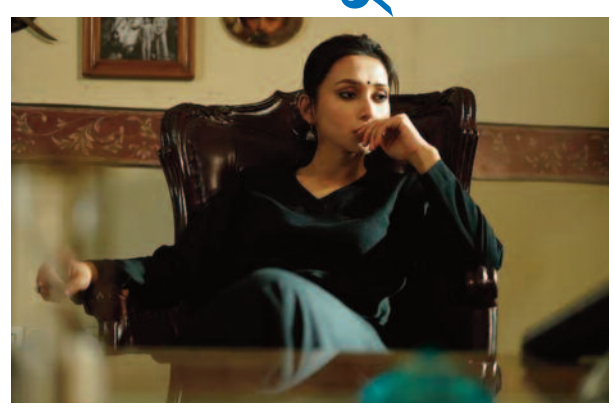

চক্রবর্তীকে এই সিরিজে দেখা যাবে ‘মীরা’ চরিত্রে। চরিত্রটি নিয়ে যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত মিমি। তাঁর মতে, মীরা এমন এক নারী, যিনি ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়লেও হার মানতে শেখেননি। জীবনের কঠিনতম পরিস্থিতির মধ্যেও যিনি লড়াই চালিয়ে যান। অভিনেত্রী হিসাবে এই চরিত্র তাঁর কাছে বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল বলে মনে করেন মিমি। পরিচালক নির্ঝর মিত্র ও অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী , দু’জনেরই শিকড় জড়িয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে। আর তাঁদের ‘কুইনস’ সিরিজের অন্যতম বড় আকর্ষণও উত্তরবঙ্গের আবহ। গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে সেই অঞ্চল। পাহাড়, সীমান্ত, রাজনৈতিক টানাপড়েন এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ; সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গ যেন এখানে আলাদা একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। পরিচালক নির্ঝর মিত্র মনে করেন, এই অঞ্চলের বাস্তব রাজনীতি এবং ক্ষমতার সমীকরণ গল্পকে আরও জোরালো করে তুলেছে। ‘কুইনস’-এ উত্তরবঙ্গকে নিছক ব্যাকড্রপ হিসেবে নয়, গল্পের প্রাণ হিসাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। মিমির পাশাপাশি সিরিজে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, পায়েল দে, অর্ণ মুখোপাধ্যায় এবং দুর্বার শর্মা। আগামী ১২ জুন হইচই-এ মুক্তি পাবে ‘কুইনস’। এর মধ্যেই সিরিজটি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ বাড়তে শুরু করেছে।

সৌরভের বায়োপিকে বাবার চরিত্রে শাশ্বত?

আরো খবর প্রতিবেদন: সিনেমা প্রিয় ভারতীয় দর্শক ‘বায়োপিক’ খুব একটা খারাপ বাসেন না। আর সেই ছবি যদি হয় খেলাধুলো নিয়ে, তাহলে তো আরও ভাল। মহেন্দ্র সিং ধোনি অথবা মেরি কমকে নিয়ে বানানো ছবিও যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে দেখেছেন সিনে-প্রিয় আম বাঙালিও। কিন্তু এবার আসতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটে আগ্রাসী মনোভাব জাগিয়ে তোলা সেই বাঙালি ক্রিকেটারের জীবন নিয়ে ছবি, যার শুটিং এখন মাঝপথে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বায়োপিক’-এ তাঁর বাবার চরিত্রে অভিনয় করছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, তেমনই সূত্রের খবর। বিগত বেশ কয়েকমাস টানাপোড়েনের পর গত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় শুরু হয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকের শুটিং। লাভরঞ্জন প্রযোজিত, বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে পরিচালিত এই বায়োপিকের নামকরণ করা হয়েছে ‘দাদা দ্য সৌরভ গাঙ্গুলি স্টোরি’। ছবিতে ‘প্রিন্স অফ কলকাতা’-র ভূমিকায় অভিনয় করছেন রাজকুমার রাও। ‘মহারাজ’-এর বায়োপিক নিয়ে

ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনার পারদ যে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। এই ছবি নিয়ে যে লেটেস্ট আপডেট সামনে আসছে, ‘দাদা’-র টিমে যোগ দিয়েছেন বলিউডের বব বিশ্বাস তথা অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাবা চণ্ডী গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকায় অভিনয় করছেন বলেই শোনা যাচ্ছে। সৌরভের মা নিরুপা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন অপরাজিতা আঢ্য। এছাড়াও জানা যাচ্ছে, সৌরভের দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকায় রয়েছেন অভিনেতা রাহুল দেব বোস। সূত্রের খবর, এই তিন অভিনেতাই বর্তমানে মুম্বইয়ে শুটিং করছেন। কিন্তু সিনেমাহলে ‘দাদা’-র বর্ণময় ক্রিকেট কেরিয়ার থেকে ব্যক্তিগতজীবন, কবে চাক্ষুষ করতে পারবেন দর্শক? সেই প্রশ্ন আজকের নয়, বিগত দু’-তিন বছর ধরেই দর্শকদের কৌতূহল, উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। এখন অপেক্ষা শুধু সিলভার স্ক্রিনে ক্রিকেট তারকা সৌরভের বায়োপিক উপভোগ করার। প্রতীক্ষার পারদ ক্রমশ চড়ছে।

পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

জয়দেব বেরা

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬২) একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র তথা বাংলা চলচ্চিত্রের একজন কিংবদন্তি অভিনেতা।যাঁর ডাক নাম বুম্বা দা।বুম্বা দা মানেই দর্শকদের কাছে ছিল একসাগর আবেগ ও একবুক ভালোবাসার নাম।আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান অভিনেতা হিসেবে তাঁকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়।তিনি ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম কান্ডারী।বাংলা চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে বলা হতো ‘মিস্টার ইন্ডাস্ট্রি’।আমি কলকাতার একটি সাহিত্য ও বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে খুব কাছ থেকেই উনাকে দেখেছি এবং উনার কথাও শুনেছি।এত সুন্দর কথাবার্তা, এত ভালো আচরণ সত্যিই যা খুবই বিস্ময়কর!অভিনয় এর পাশাপাশি উনার এই সুন্দর ও মার্জিত ব্যবহারের জন্যই উনি হয়তো সবার হৃদয়ে একবুক জায়গা করে নিয়েছেন।কলকাতার দীপ প্রকাশনী থেকে অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় এর আত্মজীবনী ‘আমি বিপ্লব’ বইটির উন্মোচন এর দিন আমিও দর্শক ও একজন লেখক হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলাম।ওই অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ হয় অভিনেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায় এর সঙ্গে,যিনি ছিলেন চলচ্চিত্রে বুম্বাদার দীর্ঘদিনের সহকর্মী তথা একজন ভালো বন্ধু।সেই অনুষ্ঠানে আমি দেখেছিলাম ও শুনেছিলাম প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এর অভিনয় সম্পর্কিত নানান কথা ও স্মৃতিচারণ। সেই স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ের পাতায় লেখা রয়েছে। তিনি বলিউডের প্রবীণ অভিনেতা বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জির ছেলে।তিনি মাত্র ৫ বছর বয়সে হৃষিকেশ মুখার্জীর ১৯৬৮ সালের বাংলা চলচ্চিত্র ‘ছোট্ট জিজ্ঞাসা’-র মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন,যার জন্য তিনি ‘বর্ষসেরা অসামান্য কাজ’ বিভাগে বিএফজেএ পুরস্কার লাভ করেন।কয়েকটি পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয়ের পর, তিনি ১৯৮৩ সালের রোমান্টিক ড্রামা ‘দুটি পাতা’ -তে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। তরুণ মজুমদারের ‘পাঠভোলা’(১৯৮৬) ছবিতে একজন বেকার মানুষের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ব্যাপক পরিচিতি পেলেও ১৯৮৭ সালের ব্লকবাস্টার ‘অমর সঙ্গী’-র মাধ্যমে তিনি সুপারস্টার খ্যাতির শিখরে পৌঁছান।‘ছোট বউ’ (১৯৮৮), ‘জ্যোতি’ (১৯৮৮), ‘আমার তুমি’(১৯৮৯), ‘অমর প্রেম’ (১৯৮৯), ‘আপন আমার আপন’ (১৯৯০), ‘মন্দিরা’ (১৯৯০) , ‘মন মানে না’ (১৯৯২) , ‘বিয়ের ফুল’ (১৯৯৭) সহ আরও একাধিক রোমান্টিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। পাশাপাশি ‘ওরা চরজন’ (১৯৮৮), ’আশা ও ভালোবাসা’(১৯৮৯), ‘বদনাম’ (১৯৯০), ‘সংগ্রাম’ (১৯৯৫), ’ভাই আমার ভাই’ (১৯৯৭) এবং ‘রণক্ষেত্র’ (১৯৯৮) এর মতো অ্যাকশন চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন।তিনি ‘পুরুষোত্তম’(১৯৯২) ছবি দিয়ে তাঁর পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, যেটি দক্ষিণ কোরিয়ার বুচেন ইন্টারন্যাশনাল ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম ফেস্টিভালে সেরা এশিয়ান চলচ্চিত্র পুরস্কারের উদ্বোধন করে।তাঁর পরবর্তী ছবি ‘শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ’ (২০০০) সিনেমাস্কোপ প্রযুক্তিতে নির্মিত প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে,এই ছবিটি আজও বাঙালির মনে একবুক ভালোবাসার জায়গা করে রয়েছে।এছাড়াও তিনি ‘দেবদাস’ (২০০২) ছবিতে একজন মদ্যপ, ‘চোখের বালি’ (২০০৩) ছবিতে একজন চিকিৎসক ,‘দোসর’ (২০০৬) ছবিতে একজন প্রতিবন্ধী , ‘আমি, ইয়াসিন আর আমার মধুবালা’ (২০০৭) ছবিতে একজন নজরদারি বিশেষজ্ঞ, ‘খেলা’ (২০০৮) ছবিতে একজন চলচ্চিত্র পরিচালক , ‘স্বপ্নের দিন’ (২০০৮) ছবিতে একজন চলচ্চিত্র প্রদর্শক এবং ‘সব চরিত্র কাল্পনিক’ (২০০৯) ছবিতে একজন নাট্যকার কবির চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেন। ‘দোসর’ছবির জন্য তিনি বিশেষ সম্মাননা বিভাগে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।২০১০ সালে প্রসেনজিৎ সৃজিত মুখার্জির ‘অটোগ্রাফ’, এবং তাঁর আরেকটি লেখক-কেন্দ্রিক অভিনয় ছিল ‘মনের মানুষ’ (২০১০) ছবিতে, যা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক নেতা, কবি ও লোকসংগীত শিল্পী লালনের জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র। স্পোর্টস ড্রামা ‘চলো পাল্টাই’ (২০১১)-এ এক সমস্যাগ্রস্ত বাবা, সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ‘বাইশে শ্রাবণ’ (২০১১)-এ এক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার, পলিটিক্যাল থ্রিলার ‘সাংহাই’ (২০১২)-এ এক ডাক্তার, স্পোর্টস ড্রামা ‘লড়াই’ (২০১৫)-এ এক ফুটবল কোচ, ক্রাইম ড্রামা ‘জুলফিকার ‘ (২০১৬)-এ এক গ্যাংস্টার, অ্যাকশন থ্রিলার ‘ওয়ান’ (২০১৭)-এ এক বিজ্ঞানী, ‘দশম অবতার’ (২০২৩)-এ এক সিরিয়াল কিলিং বিশেষজ্ঞ এবং থ্রিলার ‘অযোগ্য’ (২০২৪)-এ এক ব্যবসায়ীর ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এরপর তিনি সাইকোলজিক্যাল ড্রামা ‘জাতিশ্বর’ (২০১৪), ইরোটিক থ্রিলার ‘খাওতো’ (২০১৫), রোমান্টিক ড্রামা ‘প্রাক্তন’ (২০১৬), ড্রামা ‘শঙ্খচিল’ (২০১৬), জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী ড্রামা ‘ময়ূরাক্ষী’ (২০১৭) ও ‘জ্যেষ্ঠপুত্র’ (২০১৯) এবং ঐতিহাসিক কোর্টরুম ফিল্ম ‘গুমনামী’-এর মাধ্যমে আরও স্বীকৃতি অর্জন করেন।‘নাটক নিরন্তর’ (২০১৯), ‘ডার্ক-কমেডি কাছের মানুষ’ (২০২২), রোমান্টিক থ্রিলার ‘কাবেরি অন্তরদান’ (২০২৩), নাটক ‘শেষ পাতা’ (২০২৩), ঐতিহাসিক অ্যাকশন অভিনেতা দেবী চৌধুরানী (২০২৫),অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চারে বিস্তৃতি সহ , ইয়েশাহোতে অভিজান (২০১৭), ‘কাকাবাবুর প্রত্যবর্তন’ (২০২১) এবং ‘বিজয়নগরের হিরে’ (২০২৬) সহ আরও একাধিক চলচ্চিত্রে তিনি নানান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।রোমান্টিক থেকে শুরু করে অ্যাকশন ছবিতে তিনি দীর্ঘদিন রাজ করে গেছেন এই বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে। তাঁর চলচ্চিত্র জীবনে তিনি বাংলা , হিন্দি এবং ওড়িয়া ভাষায় ২৫০টিরও বেশি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন এবং দুটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, পাঁচটি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার এবং ছয়টি বিএফজেএ পুরস্কার সহ অসংখ্য সম্মাননা লাভ করেছেন।চলচ্চিত্রে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে ২০১৩ সালে ‘মহানায়ক সম্মান’, ২০১৮ সালে ‘বঙ্গবিভূষণ’ এবং ২৫ মে ২০২৬ তারিখে নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে তিনি ‘পদ্মশ্রী’ সম্মাননা গ্রহণ করেন।তিনি বহু চলচ্চিত্র করেছেন এবং বহু সম্মাননা অর্জনও করেছেন।বাংলা চলচ্চিত্রে প্রায় চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত তাঁর চলচ্চিত্র কর্মজীবন।

তিনি সত্যিই বাংলা চলচ্চিত্রের এক মহা সাগর ছিলেন,তাই হয়তো তাঁকে বলা হয় ‘মিস্টার ইন্ডাস্ট্রি’।

উদিশা নৃত্যসৃতি-র পঁচিশ বৎসর পূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতি বছরের ন্যায় বিখ্যাত গৌড়ীয় নৃত্য শিল্পী শ্রীমতী দীপান্বিতা ব্যানার্জী-র পরিচালনায় এবং পরকিল্পায় গত সম্প্রতি বালী রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল উদিশা নৃত্যসৃতি-র পঁচিশ বৎসর পূর্তির বর্ণময় নৃত্যানুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় আবহে সূচনা হয় সংস্কৃতিক পরম্পরার এক নান্দনিক উপস্থাপনা।

বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী মাননীয়া শ্রীমতী ভাস্বতী ভাদুড়ি এবং SVFAC এর প্রধান উপদেষ্টা কত্থক নৃত্য শিল্পী মাননীয়া শ্রীমতী ঝুমুর ঘোষ মহাশয়া। শিশুশিল্পীদের উপস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বীরপুরুষ’ কবিতা অবলম্বনে নৃত্যালেখ্য দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। ‘কথাশিল্প’-এর বাচিক শিল্পীদের মনোগ্রাহী আবৃত্তি পরিবেশন অনুষ্ঠানে নতুন মাত্রা এনে দেয়। অনুষ্ঠানের শেষ এবং বিশেষ আকর্ষন সংস্থার কর্ণধার গৌড়ীয় নৃত্যশিল্পী মাননীয়া শ্রীমতী দীপান্বিতা ব্যানার্জী-র পরিকল্পনায় এবং পরিচালনায় স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও বাণী অনুসরণে এক মরমী প্রতিস্থাপনের অসামান্য প্রয়াস। ছাত্রীদের মধ্যে অংশ নেন মীনাক্ষি সেন, সায়ন্তনী চ্যাটার্জী, সুকন্যা চক্রবর্ত্তী, মৃগাঙ্কা কর্মকার, শ্রীজিতা ঘোষ, তনয়া দে এবং সুমন্দ্রিতা সরকার। সঞ্চালনায় রুম্পা দে ও সৌম দে। সকল শ্রোতারা এই নৃত্য অনুষ্ঠানটি দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। অবশ্যই প্রশংসারের দাবিদার বিখ্যাত নৃত্য শিল্পী দীপান্বিতা ব্যানার্জী উপস্থাপনা। ছিলেন মাননীয়া শ্রী দীপক রায়। কলমে বর্ষীয়ান তবলিয়া পন্ডিত শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়।